ঋতু-বিলাস।

অসম কুসুম-কুল-বল্লরী নূতন। পরিমল পূর্ণ কি না দেখ ভৃঙ্গ গণ॥

"রিপু-বিহার" রচয়িতা

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-প্রণীত।

"কবিতা রসমাধুর্য্যং কবির্ব্বেত্তি ন তৎ কবিঃ।
ভবানী-ভ্রূকুটীভঙ্গীর্ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ॥"

"স শ্লোকঃ শ্লোকতাং যাতি যো বিদাং পঠ্যতেঽগ্রতঃ।
অবিজ্ঞাতরি বিজ্ঞাতে লোনো ভবতি কেবলম্॥"

দ্বিতীয় কাব্য।

গবর্ণমেণ্টসাহায্যকৃত "গাবা ভার্নিকিউলার" স্কুলের মেম্বর

শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী

মহোদয়ের ব্যয়ে

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৯।

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।

"রিপু-বিহার" রচয়িতা

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-প্রণীত।

"কবিতা রসমাধুর্য্যং কবির্ব্বেত্তি ন তৎ কবিঃ।
ভবানী-ভ্রূকুটীভঙ্গীর্ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ॥"

"স শ্লোকঃ শ্লোকতাং যাতি যো বিদাং পঠ্যতেঽগ্রতঃ।
অবিজ্ঞাতরি বিজ্ঞাতে লোনো ভবতি কেবলম্॥"

দ্বিতীয় কাব্য।

গবর্ণমেণ্টসাহায্যকৃত "গাবা ভার্ণিকিউলার" স্কুলের মেম্বর

শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরী

মহোদয়ের ব্যয়ে

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

মুদ্রিত।

সন ১২৭৯।

[illegible]বোৎসর্গ।

—co—
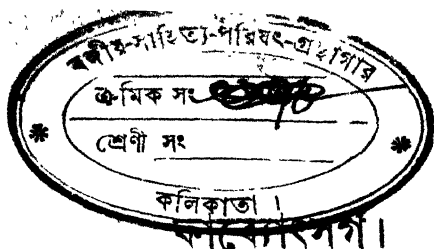
আহা! একবৎসর অতীত হইল সহোদর-প্রতিম সুহৃদ্বর ৺ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় পরলোক-যাত্রা করিয়াছেন। সেকি!!! ইহার মধ্যে এতদিন হইল? আমার কাছে যেন সেদিন বোধ হইতেছে; তাঁহার অকৃত্রিম হাস্যপূর্ণ আনন যেন সম্মুখে দেখিতেছি।——হইল বৈ কি; কোন পার্থিব পদার্থে বন্ধুর পূর্ব্বসত্তানুমাপক সামান্য চিহ্নও পাইবার আশা নাই; তবে কোন কোন ব্যক্তির মনে অদ্যাপিও ঐ চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে বটে কিন্তু আর ১০ কি ২০ বৎসর পরে তাঁহার নাম যে অনন্ত ভুত কালের অসীম গর্ভে নিহিত হইবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সমবয়স, বাল্যকাল হইতে একত্র পাঠ, এবং তুল্য চরিত্র বলিয়া আমরা দুইজনে একটী অনির্ব্বচনীয় দুশ্ছেদ্য প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। বোধ করি তাহা কাল-রূপ খর ছুরিকা ভিন্ন কিছুতেই বিচ্ছেদিত হইত না। নানা গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, দুই প্রণয়ীর মধ্যে কখন কখন প্রণয়গর্ভ কলহ উপস্থিত হইয়া থাকে; আমরা এ বাক্যটী গ্রন্থকারের ভুল-সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিতাম, কারণ আমাদের মধ্যে রহস্যেও কখন উচ্চৈঃস্বরে তর্ক বিতর্ক হয় নাই। হায়! তিনি এত

অল্প বয়সে আমাকে বঞ্চনা করিয়া যাইবেন ইহা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই। তিনি কোথায় গিয়াছেন তাহা জানিবার কোন উপায় দেখিতেছি না; পার্থিব দূত 'ত' সেখানে যাইতে পারিবে না।—পরলোকে তাঁহাকে যে দেখিতে পাইব তাহারই বা প্রমাণ কি? সুতরাং কোন কালে তাঁহার সহিত পুনঃ সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। অতএব নাম স্মরণ ও গুণানুকীর্ত্তন ভিন্ন এক্ষণে সুহৃদ্‌বরের প্রতি প্রণয় প্রকাশের উপায়ান্তর দেখিতেছি না।

তাঁহার ন্যূনাধিক ২৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল এপর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই, কিন্তু ভুলিয়াও পরস্ত্রীর অঞ্চলস্পর্শ করেন নাই। তিনি স্বকীয় দাসদাসীর প্রতিও কখন "তুমি" ভিন্ন "তুই" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। নিরাশ্রয়ী ব্যক্তি মাত্রের উপরে তাঁহার একটী অনির্ব্বচনীয় নিত্যদয়া অনুভূত হইত, সাধ্যানুসারে তাহাদের উপকার করিতেও কখন পরাঙ্মুখ হইতেন না। তিনি অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তাঁহারই যত্ন ও উত্তেজনায় আমি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আহা !!! কে আর মৎপ্রণীত পরিমলশূন্য কাব্য-কিংশুকমালা সাদরে গলদেশে ধারণ করিবে। আমিও কি আর সুহৃদালম্বিত প্রালম্ব সন্দর্শনে বিশুদ্ধ সুখানুভব করিতে পারিব।

———০———

অনন্ত কালের তরে মায়া-পাশ ছেদি,
অনিত্য সংসার-সুখে বিসর্জ্জন দিয়া
তরুণ বয়সে আহা! বিরাম লভিতে
গিয়াছ হে ভবপান্থ কোন্ নিত্য ধামে।
নাপারে পার্থিব দূত যাইতে যেখানে,
কেমনে এ উপায়ন পাঠাইব তথা
ভাবিয়া আকুল আমি; দেও উপদেশ,—
দিতে যথা অহে ভ্রাতঃ বিপত্তির কালে।
কি ভ্রম! আসিবে ফিরি উপদেশ দিতে
পরলোক গত জীব; প্রণয় নিগড়
দৃঢ় ছিঁড়িয়া সহজে গিয়াছে যেজন,
ভুলেছে বন্ধুর কথা দুদিন না দেখি।
না দুষি তোমারে অহে! প্রিয়জন তুমি;
থাক সুখে সুখ-লোকে ঈশ্বর বিধানে।
ভালই, ভুলেছ বন্ধো! আমি না ভুলিব,
করিনু উৎসর্গ কাব্য তোমার উদ্দেশে।

কলিকাতা।
কাশীপুর রোড ৪৩ নং ভবন
১২৭৯ সাল। ৫ই বৈশাখ।

শ্রীমহিমাচন্দ্র শর্ম্মা

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কাশীপুর ইঙ্গরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন শিরোমণি মহাশয় আয়াস স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থখানি সংশোধিত করিয়াছেন।

রচয়িতা।

ঋতু-বিলাস।

বসন্ত ঋতুর উদয়।

বসন্ত ঋতুপতি, সংহতি সদাগতি,
প্রবেশে সরসে এ ভুবনে।
ফুটনে ফুলকুল, লুটনে সমাকুল,
মধুপ ধাইছে একমনে॥
নিকুঞ্জ মঞ্জু বনে, মাতিয়া বধূ সনে,
কোকিল কলতি একতানে।
বঞ্জুল শাখাপরে, সারিকা থরে থরে,
রঞ্জিছে মন গুঞ্জন গানে॥
হেরিয়া কাল মধু, কাঁদিছে কোক-বধূ,
মোহিত দহিত কলেবরে।
ছাড়িয়া প্রাণকান্ত, অন্তর নহে শান্ত,
হায়রে! বিরহ বিষজ্বরে॥

সদাগতি—বায়ু। মধুপ—ভ্রমর। মঞ্জু—মনোজ্ঞ, সুন্দর।
বঞ্জুল—অশোক বৃক্ষ। কোকবধূ—চক্রবাক স্ত্রী।

মল্লিকা মুগ্ধভাতি, তাহাতে ভৃঙ্গপাঁতি,
পশিয়া ডাকিছে কলকলে।
অহো! আনন্দ মনে, স্বামীর আগমনে,
বাজাইছে কম্বু দল বলে॥
সলিলে সরোজিনী, সুবন প্রেমাধিনী,
হাসিয়া ভাসিছে সুখ-হ্রদে।
মনোজ যোধবর, হানিছে খরশর,
মাতিছে ধনিকা কামমদে॥

বসন্ত ঋতু।

প্রশান্ত বসন্ত ঋতু, অনন্ত শোভায়।
সঙ্গী সঙ্গে লয়ে রঙ্গে, আইল ধরায়॥
সরস স্বভাবে তূর্ণ, রসা রসাইল।
দ্রুতগতি ভীত হয়ে, শীত পলাইল॥
মলয় মরুত মিলে, মলয়জ বাসে।
মন্দ মন্দ বহে গন্ধে, মানস উল্লাসে॥
বকুল-মুকুল ফুল্ল, পরিমলে পূরি।
প্রকাশিল মধুময়, মাধুর মাধুরী॥

কম্বু—শঙ্খ। সুবন—সূর্য্য। মনোজ—কামদেব। ধনিক—যুবতী।

১, ৪ শেষ পঃ তাৎপর্য্য, মল্লিকা ফুলের উপর ভ্রমর বসিয়া গুন্ গুন্ রব করিতেছে যেন বসন্তের আগমনে শঙ্খধ্বনি করিতেছে।

মলয়জ বাস—চন্দনের গন্ধ। মাধুর—মল্লিকা পুষ্প।

মাধবী মাধব-শোভা, সখা সহকার।
প্রসূন কমন রত্ন, দিল উপহার ॥
বাসন্তী-কুসুম যত, বসন্ত সঙ্গমে।
শান্তিরসে রসাইল, স্থাবর জঙ্গমে ॥
অতুল ফুলের কুল, প্রফুল্লিত সব।
মধুমদে মাতি করে, মধুকর রব ॥
প্রসূন রেণুতে হৃষ্ট, কুসুমেষু যুক্ত।
নাসায় প্রবেশ মাত্র, মুনি মন মুক্ত ॥
প্রেমে মুগ্ধ পরভৃত, লইয়া প্রেয়সী।
আমোদে মধুর গায়, মহীরুহে বসি ॥
নির্ঘোষে বসন্ত-ঘোষী, বসন্ত ঘোষিল।
রসভরে রসিকের, অন্তর টলিল ॥
বাসনায় বিকসিত, সবার মানস।
প্রমদা প্রমদে সবে, প্রেম পরবশ ॥
তরুবর সনে নব, লতিকা মিলন।
বসন্ত প্রভাবে বুঝি, দেয় আলিঙ্গন ॥
মঞ্জুল বঞ্জুল বনে, মাতি পাখিগণ।
কিশোর কিসলে সুখে, করে বিচরণ ॥
একতান মনে সবে, ধরে কত তান।
বুঝি তারা প্রকৃতির, গুণ করে গান ॥

বাসন্তী কুসুম—বসন্ত কালে যে সকল পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়।
কুসুমেষু—কামদেব। পরভৃত—কোকিল। মহীরুহ—বৃক্ষ।
বসন্তঘোষী—কোকিল। মঞ্জুল—সুন্দর। কিশোর—তরুণ। কিসল—পল্লব।

কেহ বা স্বভাব ভাবে, হ'য়ে বিমোহিত।
পড়িতেছে পদাবলী, করিয়া রচিত ॥
বিমল শীতল জলে, সরসী শোভিত।
অমল কাচের রুচি, উপমা রহিত ॥
কন্দর্প-দর্পণ বুঝি, নীত অবনীতে।
কামিনীর কমনীয়, প্রতিরূপ নিতে ॥
অথবা জীবের মন, করিতে বিধুর।
কুহকিনী প্রকৃতির, মোহিনী মুকুর ॥
নলিনী নিকর নব, ফুটিল কমলে।
অলিন পুলিন ছাড়ি, ছুটিল সকলে ॥
বসিল পশিল অৰ্দ্ধ, দলের ভিতরে।
জড়িত রতন যেন, কনক উপরে ॥
অরাল মরাল কুল, সলিলেতে ভাসে।
সিত সরসিজ সম, মাধুরী প্রকাশে ॥
কখন পদ্মের পাশে, মিলে হংস পাঁতি।
একবিসে রক্ত, শ্বেত, বিসজের ভাতি ॥
তরল তলুনে কভু, মৃদু ঢেউ বলে।
ভাসিয়া হাঁসের কুল, দলে দলে চলে ॥
তরুণেন্দু বিন্দু বিন্দু, সুধা বরিষণে।
নবপ্রেম নিয়োজিল নায়কের মনে ॥

সরসী—সরোবর। বিধুর—বিকল। অলিন—ভ্রমর। সিতসরসিজ—শ্বেতপদ্ম।
বিস—পদ্মের ডাঁটা। তরল তলুন—ঝিরঝিরে বাতাস।

হেরি হর্ষ পূর্ণ-বিধু, কাম-বধূ আশে।
নববধূ নিরবধি, প্রেমিকের পাশে॥
অনাথিনী বিরহিণী, কামিনী সকল।
এ সময় রসময়, বিহনে বিকল॥
স্মর শরে জ্বর জ্বর, স্মরহর স্মরে।
দুঃখধাম কাম নাম, নির্ম্মূলের তরে॥
কালপেয়ে মুকুলিত, ফলতরু সার।
রসাল রসাল জাল, সুধার আধার॥
নবীন নীরদ কভু, উদয় গগণে।
অরুণ আবরি রাখে, বিনা বরিষণে॥
দারুদল চারু, নব, দল প্রকাশিল।
কিবা শোভা স্বভাবের মাধুরী সাধিল॥
মৃদুল মারুত বলে, দোলে কিসলয়।
পাতা নয় রতিপতি, পতাকা উদয়॥
বিষম বিষমায়ুধ, বিষময় বাণে।
বিকল করিল মন, ধৈর্য্য নাহি মানে॥

কামবধূ—রতি। রসময়—রসস্বরূপ (এখানে স্বামী)।
স্মরশর—কামের বাণ। স্মরহর—মহাদেব। কিসলয়—নূতনপাতা।

৫ছঃ ৬পঃ তাৎপর্য্য, পূর্ব্বে মহাদেবের যোগভঙ্গ করিয়া কাম ভস্ম হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত তাঁহার দেহ নাই (অনঙ্গ নামে প্রকাশ পাইতেছে) সুতরাং তাহার ধ্বংস কামনা হইতে পারে না। তাহার নামটী পৃথিবী হইতে নির্ম্মূল করিতে মহাদেবকে স্মরণ করিতেছে।

বিষমায়ুধ—কামদেব।

হায় হায় এ সময়, মিথুন বিহনে।
যুবক যুবতী বল, বাঁচিবে কেমনে॥
জীবগণ তুষ্ট মন, বসন্ত বিলাসে।
মনসিজ পূজাকরে, মনের উল্লাসে॥
কভু কুহেলিকা চয়, ধরণী বেড়িল।
বসন্তের অভিসারে, স্বভাব সাজিল॥
নবীন ধনিকাবেশ, ধরিলা ধরণী।
স্বামী সমাগমে যেন, রসিলা রমণী॥
জঘনে মেখলা চারু, জলনিধি শোভা।
রত্নরাজি বিরাজিত, অতি মনলোভা॥
ব্যাকোষ পলাশ রুচি, বিমল লোহিত।
সুন্দর সীমন্তে যেন, সিন্দূর যোজিত॥
কমল কোরক শোভা, পয়োধর সম।
মানস মোহন ভাতি, অতি নিরুপম॥
বনফুলে অঙ্গে করি, বেশের বিন্যাস।
ধরিত্রী ধরিমা বুঝি, করিল প্রকাশ॥
বোধ হয় আইলেন, প্রমদার পাশে।
বসন্ত বিনোদ-বর, সম্ভোগের আশে॥

মিথুন—স্ত্রীপুরুষের সংযোগ। মনসিজ—কামদেব। কুহেলিকা—কুআশা।
মেখলা—চন্দ্রহার। জলনিধি—সমুদ্র। ব্যাকোষ—বিকশিত।
সীমন্ত—সিঁতি। ধরিত্রী—পৃথিবী। ধরিমা—রূপ।

বসন্ত প্রয়ানে গ্রীষ্ম ঋতুর উদয়।

কাল পরিগত, অমিত মাধব,
পরিহরি ধরণী বিলাসে।
বিজয় বিরামে, নরেশ বিজয়ী,
যেন ফিরি চলিলা নিবাসে॥
সহচর সর্ব্বে, সঙ্গেতে চলিল,
রাখি গেলা বহুল প্রসূনে।
রুচির মূরতি, আংশিক বিনষ্ট,
ছাড়ি এবে মলয় তলুনে॥
নিদাঘ সহসা, পশিলা ধরণী,
প্রকাশিলা প্রতাপ বিশালে।
শাসিলা স্ববলে, সর্ব্ব চরাচর,
রসাইল পনস রসালে॥
নহেত হরষে, কাকলি নিকুঞ্জে,
পরভৃত রুদিত বিরাগে।
দল পরিশুষ্ক, বিরস বাসন্তী,
নভ পথ পূরিত পরাগে॥

মাধব—বসন্ত। ধরণীবিলাস—পৃথিবীসম্বন্ধীয় আমোদ। রুচির—মনোহর। মুরতি—মূর্ত্তি, আকার। পনস—কাঁঠাল। রসাল—আম্র। পরাগ—পুষ্পধূলি।

প্রসূন হসিত. ফুল-বন পাশে,
ছুটিতেছে সরঘা বিঘোরে।
মধু আহরণে, রচি চারু চক্র,
গুণ গুণ আরব বিভোরে॥
অল-বিভেদিত, বিধূত কোরকে,
পশিতেছে বলিন্ অলিনে।
চীৎকারি কাতরে, চরিষ্ণু চাতক,
কুলবতী সৈকত পুলিনে॥

গ্রীষ্ম ঋতু।

আইল রে ভীষ্মগ্রীষ্ম, বিশ্বে রোষ ভরে।
কালান্ত কৃতান্ত যেন, জীবনান্ত তরে॥
অংশুধর খরকর, তোমর লইয়া।
প্রকাশ ভীষণ বেশে, সহায় হইয়া॥
অনিল অনিল-সখ, সম অনুমান।
জীবগণ প্রাণ হয়ে, এবে হরে প্রাণ॥
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কর, মধ্যাহ্ন সময়।
নিদাঘে নিখিল জীব, মৃতভাবে রয়॥

হসিত—বিকসিত। সরঘা—মৌমাছী। অল—ভৃঙ্গাদির হুল। বিধূত—কম্পিত। কোরক—মুকুল। চরিষ্ণু—চলনশীল। কূলবতী—নদী। সৈকত—বালুকাময়। ভীষ্ম—ভয়ানক। অংশুধর—সূর্য্য। তোমর—অস্ত্রবিশেষ। অনিলসখ—অগ্নি। মার্ত্তণ্ডকর—সূর্য্যরশ্মি। নিখিল—সকল।

সবার শরীরে স্বেদ, সর্ব্বদা স্রবিত।
বুঝি ঘর্ম্ম ছলে হয়, শোণিত গলিত॥
উশীর আবৃত ঘরে, সদাসিক্ত নীরে।
বীজনে নাহিক শান্তি, চর্চ্চিত শরীরে॥
জর জর কলেবর, খরতর করে।
ঊর্দ্ধকর করি করী, ধায় সরোবরে॥
মহাবল দন্তি-দল, প্রবেশিয়া জলে।
প্রভাকর-প্রিয়া বলি, শতদলে দলে॥
প্রতিরাগে প্রভাকর, কর প্রসারিয়া।
বারণে বধিতে লয়, সলিল শোষিয়া॥
অরুণ আতপে তপ্ত, অরণা নিকরে।
দ্রুত-গতি পড়ে গিয়া, স্বল্প-জল-সরে॥
ক্ষিতি খান খান করি, বিখর বিষাণে।
পঙ্কিল সলিলে মগ্ন, জীবনের ত্রাণে॥
গোঠে গোঠে গাভি ছিল, মাঠের ভিতর।
ছায়া অন্বেষণ করে, হইয়া কাতর॥
নিকটে হেরিয়া বট, বিটপী বিশাল।
শুইল তাহার তলে, গোপাল, গোপাল॥
বিমর্ষ বরাহকুল, ধরণী খুঁড়িছে।
পাতাল হইতে বুঝি, সলিল তুলিছে॥

উশীর—খস্‌খসে। বীজন—পাখা-দোলান। চর্চ্চিত—চন্দনের দ্বারা কৃত লেপন। ঊর্দ্ধকর—উত্তোলিত শুণ্ড। করি—দন্তী, হস্তী। অরণা—মহিষ। বিখর—বিশেষরূপে তীক্ষ্ণ। বিষাণ—শৃঙ্গ। গোপাল—গোরুর পাল, রাখাল।

পতঙ্গ পতঙ্গ-তাপে, তাপিত অন্তরে।
আকুল কুলায় বসি, আর্ত্তনাদ করে॥
নিঃশঙ্কে শিখীর অঙ্কে, সুষুপ্ত ভুজঙ্গ।
সখ্যভাবে একস্থানে, শার্দ্দূল কুরঙ্গ॥
এমন জাতির ধর্ম্ম, কদাচিত নহে।
ক্ষমতা রহিত এবে, ক্ষান্ত হয়ে রহে॥
গিরীন্দ্র গহ্বরে হরি, থাকিলে শয়নে।
গিরিমা হেরিয়া ক্ষম, নহে আক্রমণে॥
মৃগেন্দ্রে গজেন্দ্রে ভাব, নহেত এমন।
জড় প্রায়, গ্রীষ্মে দেহ, হতেছে দাহন॥
তপনের তাপে অতি, তাপিত অন্তর।
চাতক চীৎকার রব, করে নিরন্তর॥
বুঝায় সটীক তাহে, (ফটিক জীবন)।
ডাকিছে তৃষিত হয়ে, রাখিতে জীবন॥
কুরঙ্গ কদম্ব অতি, তৃষ্ণায় বিকল।
মরীচিকা হেরি ধায়, বোধ করি জল॥
যত চলে তত সেই, বারি দূরে যায়।
মৃষা বুঝি আশা ক্লশা, জীবন হারায়॥
এই ঋতু পথিকের, অশনি সমান।
প্রান্তরে পড়িলে আর, নাহি পরিত্রাণ॥

পতঙ্গ—পক্ষী সূর্য্য। শিখী—ময়ূর। গিরীন্দ্র—হিমালয় পর্ব্বত। গিরিমা—হস্তী। মৃগেন্দ্র—সিংহ। সটীক—যথার্থ। কদম্ব—সমূহ। মরীচিকা—মৃগতৃষ্ণা। মৃষা—মিথ্যা। অশনি—বজ্র।

ভাগ্যবলে যদি ঘটে, নিকটে কানন।
হরষে প্রবেশে তায়, যুড়াতে জীবন॥
সহসা জ্বলিয়া উঠে, বনে দাবানল।
পথ হারাইয়া কাঁদে, পথিক পাগল॥
এই কালে জানে জীব, জীবনের মর্ম্ম।
এই কালে জ্ঞাত লোক, তালবৃন্ত ধর্ম্ম॥
এই কাল কাল সম, সকলের প্রতি।
স্বভাব ক্রমশঃ শুষ্ক, ক্ষমা ক্ষীণা অতি॥

গ্রীষ্মপ্রদোষ।

নিদাঘপ্রদোষ, প্রশান্ত ভাবে।
চারু অবয়বে, শোভে স্বভাবে॥
আতপে তাপিত, ছিল যে জীব।
নিশা সমাগম, ভাবিছে শিব॥
শরীরে না লাগে, কিসল দোলে।
বায়ু কি খেলিছে, তরুর কোলে॥
দুলিছে শাখা, বসিছে পাখী।
সমীরে চালিত, নহেত শাখী॥
ডাকিছে বিহগ, বিধুর রবে।
দিবসের ক্লেশ, কহিছে সবে॥

তালবৃন্ত—তাল পত্র (অর্থাৎ তাল পাতার পাখা)। ক্ষমা—পৃথিবী।
প্রদোষ—সায়ংকাল। বিধুর—বৈকল্যান্বিত।

ফিরিছে গোপাল, গোপাল লয়ে।
গাইছে সুতান, সুখিত হয়ে॥
স্বভাব আভাস, সরসীনীরে।
আকৃতি বিকৃতি, নহে সমীরে॥
রয়েছে প্রকৃতি, গভীর ভাবে।
নীরবে বুঝি কি, নিগূঢ় ভাবে॥
দেখিতে দেখিতে, এমন কালে।
মরুৎ আবৃত, জলদ জালে॥
নিবিড় নীলাভ, নীর নিধান।
হেরিয়া হরিণ, পাইল প্রাণ॥
চাতক আতুর, কাতরে ডাকে।
আশায় বদন, ব্যাদানি থাকে॥
পশিছে বিহগ, তরু বিবরে।
শাখী কি সকলে, সঙ্কেত করে ?॥
শন শন শন, ডাকে সমীর।
মড় মড় মড়, তরুর শির।
ঝর ঝর ঝর, পাতা পড়িছে।
ফর ফর ফর, পুনঃ উড়িছে॥
তর তর তর, তটিনী নীর।
কল কল কল, আঘাতে তীর॥

আভাস—প্রতিবিম্ব। মরুৎ—বায়ুকোণ, মরুৎকোণ।
নীলাভ—মেঘ। নিধান—আধার, পাত্র।

স্বর স্বর স্বর, বালুকা উড়ে।
জীমূত চলিল, আকাশ যুড়ে॥
প্রকৃতি আকৃতি, বিকৃতি করে।
নীরদ নিবৃত্তি, নিমেষ পরে॥

ভয়ানক গ্রীষ্ম।

নিদয় নিদাঘ বলে, ধরা জুড়ি বসিল,
খরকর প্রভাকর, তার সনে মিশিল,
অব্দে ক্ষুব্ধ হয়ে যেন, কালান্তক রুষিল,
অনল-অনিল দূত, সর্ব্বস্থানে ঘোষিল,
তড়াগ তটিনী-জল, তপু তেজে শোষিল,
জীবের জীবন আশা, একে বারে নাশিল,
জলদ কোথায় এবে, জলদ কোথায়,
নিদাঘের ঘায় ঘোর, নিদাঘের ঘায়,
প্রাণ যায় যায় বুঝি, প্রাণ যায় যায়,
জলদ কোথায় হায়, জলদ কোথায়॥

দুষ্কর ভাস্কর-ভাসে, আকুল অন্তরে,
চাতক নীরবে নীড়ে, নিবসতি করে,
ক্ষণে ক্ষণে আর্ত্তনাদ, শীর্ণ কলেবরে,
জল দে জল দে বলি, ডাকে জলধরে,

জীমূত—মেঘ। অব্দ—বৎসর। তড়াগ—গভীর জলাশয়। তটিনী—নদী।
তপু—সূর্য্য।

আর কিছু নাই হেন, এই ক্লেশ হরে,
আতুর একান্ত দেহ, বারি বিন্দু তরে,
জলদ কোথায় এবে, জলদ কোথায়,
নিদাঘের ঘায় ঘোর, নিদাঘের ঘায়,
প্রাণ যায় যায় বুঝি, প্রাণ যায় যায়,
জলদ কোথায় হায়, জলদ কোথায়॥

বিকল দন্তীর দল, বলবতী তৃষা,
জলাশয়ে জলাশয়ে, গেল আশা মৃষা,
ক্রমশঃ অবশ অঙ্গ, আশা জানি কৃশা,
বারণ বরুণ বিনা, হারাইল দিশা,
পিপাসায় স্পন্দহীন, দীপ্তিশূন্য দৃশা,
মধ্যাহ্ন তমস বোধ, যেন ঘোর নিশা,
জলদ কোথায় এবে, জলদ কোথায়,
নিদাঘের ঘায় ঘোর, নিদাঘের ঘায়,
প্রাণ যায় যায় বুঝি, প্রাণ যায় যায়,
জলদ কোথায় হায়, জলদ কোথায়॥

রস হীন রসার সে, নাই আর বল,
পরশু আঘাতে যেন, বিদীর্ণ সকল,

জলাশয়—জলপ্রাপ্তি ইচ্ছা, পুষ্করিণী। আশু—শীঘ্র। বরুণ—জল।
দিশা—দিক্। দৃশা—চক্ষু পরশু—কুঠার কুড়ালি।

শুখাইয়া ঝরিতেছে, কুসুমের দল,
কলুষ কমল পরে, মুদিত কমল,
নিরখি বিকল হয়ে, দ্বিরেফের দল,
রোদনের ছলে তায়, করে কল কল,
জলদ কোথায় এবে, জলদ কোথায়,
নিদাঘের ঘায় ঘোর, নিদাঘের ঘায়,
প্রাণ যায় যায় বুঝি, প্রাণ যায় যায়,
জলদ কোথায় হায়, জলদ কোথায়॥

শাখিপরে পাখিগণ, রয়েছে নিদ্রাণ,
জড় ভাবে নাহি করে, অশন বিধান,
বুঝিয়া একান্ত সবে, নিদাঘ নিদান,
আর নাহি ধরে তারা, সুললিত তান,
একেবারে ছাড়িয়াছে, বিভুগুণ গান,
কেবল বারিদে বলে, বারি কর দান,
জলদ কোথায় এবে, জলদ কোথায়,
নিদাঘের ঘায় ঘোর, নিদাঘের ঘায়,
প্রাণ যায় যায় বুঝি, প্রাণ যায় যায়,
জলদ কোথায় হায় জলদ কোথায়॥

দ্বিরেফ—ভ্রমর। নিদ্রাণ—শয়ান। অশন—ভোজন।

জাগরী শিখীর অঙ্কে, সুষুপ্ত উরঙ্গ,
এক স্থানে করী হরি, সম অন্তরঙ্গ,
ছাড়িয়াছে রঙ্গ ভঙ্গ, কমল কুরঙ্গ,
ক্ষীণ অঙ্গ হীন বীর্য্য, সকল তুরঙ্গ,
আতঙ্কে অলস দেখি, অনল তরঙ্গ,
শশক, শজারু সব প্রবেশে সুরঙ্গ,
জলদ কোথায় এবে, জলদ কোথায়,
নিদাঘের ঘায় ঘোর, নিদাঘের ঘায়,
প্রাণ যায় যায় বুঝি, প্রাণ যায় যায়।
জলদ কোথায় হায়, জলদ কোথায় ॥

নিদ্রায় নিধন ক্লেশ, সকলেই বলে,
তায় সুখ এক টুকু, নাই দেহ জ্বলে,
উঠেন আদিত্য যবে, নভঃমধ্যস্থলে,
কার সাধ্য পদক্ষেপ, করে ভুমিতলে,
স্বেদ জলে সিক্ত দেহ, মানব সকলে,
অশনের ইচ্ছা শূন্য, তৃপ্তি নাই জলে,
জলদ কোথায় এবে, জলদ কোথায়।
নিদাঘের ঘায় ঘোর, নিদাঘের ঘায়,
প্রাণ যায় যায় বুঝি, প্রাণ যায় যায়,
জলদ কোথায় হায়, জলদ কোথায়,

জাগরী—জাগরূক। অন্তরঙ্গ—সুহৃদ্। কমল—মনোহর। আদিত্য—সূর্য্য। নভঃমধ্যস্থল—আকাশমধ্য প্রদেশ। স্বেদ—ঘর্ম্ম। সিক্ত—কৃতসেচন।

ধান্য আদি তরুচয়, নাহি ধরে ফল।
সকল প্রদেশে শস্য, হইল বিরল,
অনশন পৃথ্বীপরে, প্রকাশিল বল,
হায় হায় বুঝি এবে, ধরা যায় তল,
প্রান্তরের প্রায় পল্লী, নাই দূর্ব্বাদল,
ভীষণ ভানুর তেজে, শ্রীহীন সকল,
জলদ কোথায় এবে, জলদ কোথায়,
নিদাঘের ঘায় ঘোর, নিদাঘের ঘায়,
প্রাণ যায় যায় বুঝি, প্রাণ যায় যায়,
জলদ কোথায় হায়, জলদ কোথায়॥

তরু-দলে অনাতপী, ঘন বনস্থলী,
নিভৃতে আছিল জীব, কিছু কুতূহলী,
ঘটিল জঞ্জাল উঠে, দাবানল জ্বলি,
পলকে ব্যাপিল বন, হুতাশন বলী,
দেখিতে দেখিতে ভস্ম, হইল সকলি,
পলাইল পশুপাল, বিহগ আবলি,
জলদ কোথায় এবে, জলদ কোথায়,
নিদাঘের ঘায় ঘোর, নিদাঘের ঘায়,

অনশন—অনাহার। প্রান্তর—ছায়া জলাদি রহিত প্রদেশ।
তরুদল—বৃক্ষপত্র। অনাতপী—ছায়াযুক্ত। নিভৃতে—প্রচ্ছন্নভাবে।
হুতাশন—অগ্নি।

প্রাণ যায় যায় বুঝি, প্রাণ যায় যায়,
জলদ কোথায় হায়, জলদ কোথায় ॥

ছুটিয়া সকলে যোটে, তটিনীর তটে,
পানাশয়ে উপনীত, নীরের নিকটে,
দেখিল রবির ছবি, জলময় পটে,
চমকিল বারি হেরি, মহাভয় ঘটে,
ভাবিল জলেতে জ্বলে, বাড়বাগ্নি বটে,
পড়িল জীবের দল, বিষম সঙ্কটে,
জলদ কোথায় এবে, জলদ কোথায়,
নিদাঘের ঘায় ঘোর, নিদাঘের ঘায়,
প্রাণ যায় যায় বুঝি, প্রাণ যায় যায়,
জলদ কোথায় হায়, জলদ কোথায় ॥

অদন অভাবে লোক, কুকর্ম্মের বশ,
ঘোরতর ঘাতকেতে, ব্যাপ্ত দিক্‌দশ,
পরধন হরণেতে, নাহিক অলস,
ছাড়িয়াছে ধর্ম্ম, সত্য, নাকরে পরশ,
যথার্থ মুদ্রার সবে, পাইয়াছে রস,
বরিষণ বিনা সদা, রাজার অযশ*,

পট—চিত্র। অদন—আহার। ঘাতক—ধ্বংসকর্ত্তা। মুদ্রা—টাকা।

* রাজার পাপে রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়, কিম্বদন্তী আছে

জলদ কোথায় এবে, জলদ কোথায়,
নিদাঘের ঘায় ঘোর, নিদাঘের ঘায়,
প্রাণ যায় যায় বুঝি, প্রাণ যায় যায়,
জলদ কোথায় হায়, জলদ কোথায়,

ভীষ্ম গ্রীষ্ম শান্তভাবে, করুণা করুন,
প্রতাপী আতপ ল'য়ে, অরুণ সরুন,
শীঘ্র করি ধরা ধামে, আসুন বরুণ,
জীবেরে জীবন দানে, যাতনা হরুন,
অবিলম্বে বর্ষা-বাস, অবনি পরুন,
নীরস পাদপ পুন, হইবে তরুণ,
জলদ কোথায় এবে, জলদ কোথায়,
নিদাঘের ঘায় ঘোর, নিদাঘের ঘায়,
প্রাণ যায় যায় বুঝি, প্রাণ যায় যায়,
জলদ কোথায় হায়, জলদ কোথায়॥

গ্রীষ্মের অন্ত ও বর্ষা ঋতুর উদয়।

বরিষা সমুদিত, প্রভাব কৃত হৃত,
ভীত,—ধরণী-তল নিদাঘ ছাড়িল।
অম্বর সুশোভিত, নীরধর নিচিত
নীল নিবিড়তর,—তিমির ব্যাপিল॥

আতপ—রৌদ্র। পাদপ—বৃক্ষ। অম্বর—আকাশ।
নিচিত—আকীর্ণ, ব্যাপ্ত। নিবিড়তর—ঘনতর।

সর্ব্বদা তমযুত, তপু-তাপ নিধুত,
ভীলু কৃশানু,—ভানু জীমূতে ডুবিল।
স্বভাব চমকিত, হ্লাদিনী প্রকাশিত,
চারু, চকিত-প্রভা প্রতীচী পূরিল॥
নগ-দল কম্পিত, কূট-বর চূর্ণিত,
ভীষণ আরবে অশনি নিনাদিল।
জাগিলা প্রতিধ্বনি, সমরবে তখনি,
তুঙ্গ শিখর-দেশে সরোষে হাঁকিল॥
করকা কর কর, বর্ষণ বহুতর,
ছিন্ন কদলী-দল ভূতল ছাইল।
গৈরিক বিমিশ্রিত, তটিনী প্রবাহিত,
সূন অরক-থর ভাসিতে লাগিল॥
সবল সমীরণ, ছুটিল ঘন ঘন,
পীন পাদপ-রাজি সমূলে পাতিল।
নিরখি পয়োধর, হরষিত অন্তর,
মত্ত,—কলাপ-চিত ময়ূর নাচিল॥

তপু-তাপ—সূর্য্যের উষ্ণতা। নিধুত—বিনষ্ট, ছিন্নভিন্ন। ভীলু—ভয়যুক্ত। কৃশানু—অগ্নি। হ্লাদিনী—বিদ্যুৎ। প্রতীচী—পশ্চিম দিক্। নগদল—পর্ব্বতসকল। কূটবর—শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত শৃঙ্গ। আরব—ধ্বনি। তুঙ্গ—উচ্চ। করকা—শিলা। গৈরিক—গেরিমাটী। সূন—বিকসিত। অরকথর—শেওলাশ্রেণী। পীন—স্থূল। কলাপচিত—পুচ্ছবিস্তৃত।

বর্ষা ঋতু।

বরিষা সরস, তূর্ণ অবনি-সদনে
আইলা হরষে, জীব-সন্তাপ হরণে।
উন্নমিত নভঃসৌধ শোভন প্রাঙ্গনে,
খচিত সুচারু গ্রহ তারকা রতনে
আহা! ধূম সিংহাসন,—মানস তোষণ;
বসিলা বরিষা তাহে মোহন দর্শন।
যেন নব-অভিষিক্ত. নৃপতি প্রবর—
(গম্ভীর-স্বভাব, শান্ত),—চঞ্চল অন্তর;
নূতন নিয়মে রাজ্য করিলে পালন,
হয় কিনা হয় আশু প্রজার রঞ্জন।
প্রজাহিত-ব্রত-রাজা সন্দিহান মনে
সতত নিযুক্ত লোক-অভাব খণ্ডনে।
"কুলিশ কঠোর নাদ" প্রতাপ ছুটিল
প্রথমে, অরাতি পক্ষে সঙ্কট ঘটিল।
কোকিল বসন্ত-সখা—(মুখর প্রখর),—
হইয়া নির্ব্বাক দুঃখে ভাবে নিরন্তর।
নিদাঘেও আশা ছিল সুরভি ফিরিবে,
মধুর আদর পুনঃ তাহারে তুষিবে।

তূর্ণ—দ্রুত। সদনে—গৃহে। উন্নমিত—উর্দ্ধীকৃত।
নভঃসৌধ—আকাশরূপ অট্টালিকা। প্রাঙ্গনে—উঠানে। প্রবর—শ্রেষ্ঠ।
সন্দিহান—সংশয়যুক্ত। কুলিশ—বজ্র। অরাতি—শত্রু। মুখর—দুর্ম্মুখ।
সুরভি, মধু—বসন্ত ঋতু।

বরিষায় সে আশায় হইয়া নিরাশ
মৌনভাবে, করিতেছে হুতাশ প্রকাশ।
বরিষার অভিষেকে, ভেকের বিরোধ
চির কোকিলের সনে, দেয় প্রতিশোধ।
দম্ভে ডাকি বার বার কাঁপাইয়া দেশ
লম্ফ দেয়, ঝম্পে করে সলিলে প্রবেশ।
সর্ব্বস্থানে সমীরণ সঞ্চালিত হয়
গোপনে,—চতুর চর অভিসন্ধি লয়।
বিসল বিজয়-কেতু উড়িতেছে ঘন;
বেপথু বিপক্ষ-বক্ষ, ভয়ে উচাটন।
কোষদণ্ড জাত তেজঃ (ভুপতি প্রভাব)
চপলা চমক চারু, শঙ্কিল স্বভাব।
ভুঙ্কর পুষ্কর আদি নীরদ নায়ক,——
যাহাদের যমতুল করকা শায়ক
ভীমতম,—সুচতুর চতুরঙ্গ দল;
বাড়াইলা বরিষারে দমি রিপুবল।
তুষিলা সকলে নৃপ নিয়ম নিপুণ,
সহসা প্রকাশ করি ছয় রাজ গুণ।

অভিসন্ধি—মনস্থ, তাৎপর্য্য। বিসল—পল্লব। বিজয়কেতু—জয়পতাকা। বেপথু—কম্পন। চপলা—বিদ্যুৎ। পুষ্কর—মেঘের নাম। শায়ক—বাণ। চতুরঙ্গ—হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ৪ রূপ। ছয়রাজগুণ—সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়।

রত্নাকর হ'তে যত্নে কর আহরণ
করি, শান্তি রক্ষা হেতু সব বিতরণ
মুক্ত হস্তে, মর্ত্ত্য-সুখ হইল বর্দ্ধন।
সহজে কি হয় রাজা প্রজার রঞ্জন ?
এইরূপে নর-তোষ নরপতি সম
শাসিলা সুরম্য রসা বর্ষা নিরুপম।

বর্ষা ঋতু।

বরিষা হরিষ পূর্ণ, প্রভাব প্রচার।
ক্রমে ক্রমে তিরোধান, তাপের সঞ্চার॥
জীবের যাতনা যত, জলে ঘুড়াইল।
বিপর্ণ পাদপ দল, সবল হইল॥
পুনরায় নবপত্র, হইল প্রকাশ।
প্রকৃতি আকৃতি পরে, আমোদ আভাস॥
নিদাঘ নিরাস করি, বরিষার জয়।
নীরস সরস, গেল, শোক সমুদয়॥

সুখদ বারিদ ঘটা, বিশাল অম্বরে।
মারুতে মন্থর গতি, সলিলের ভরে॥

১হ ৩ পর্য্যন্ত তাৎপর্য্য, সমুদ্র হইতে বাষ্পাকারে জল উঠিয়া মেঘ হয়, তাহা পুনর্ব্বার বৃষ্টি রূপে ভূতলে পতিত হইয়া থাকে।

তিরোধান—অন্তর্ধান। বিপর্ণ—পত্রশূন্য। মারুত—বায়ু।
মন্থরগতি—মন্দগতি।

প্রবীণা যুবতী যেন, সরোবর তীরে।
জলের কলসী কক্ষে, চলে ধীরে ধীরে॥
প্রমত্ত যৌবন মদে, গজেন্দ্র গমনে।
পীবর নিতম্ব তার, দুলিছে সঘনে॥
নিদাঘ নিরাস করি, বরিষার জয়।
নীরস সরস, গেল, শোক সমুদয়॥

কিম্বা প্রসূতির নব, কুমার মরণে।
পয়োপূর্ণ পয়োধর, অঞ্জন বরণে॥
বিনম্র হয়েছে আহা, ফাটিতেছে ভারে।
অশনি স্বনন সদা, কাঁদে হাহা কারে।
চক্ মক্ করে ঘন. চপলা "ত" নয়।
শোকের শিখার আলো. সবলে উদয়॥
নিদাঘ নিরাস করি, বরিষার জয়।
নীরস সরস, গেল, শোক সমুদয়॥

অথবা সাগর হতে, তুলিয়া সলিল।
দেখিলা প্রকৃতি তাহা, লাবণ আবিল॥
ঘন-রূপ ঘন উপ্ত, ছাঁকনি-অম্বরে।
শোধিয়া ঢালিবে তাই, অবনি উপরে॥

পীবর—স্থূল। পয়োধর—স্তন। অঞ্জনবরণে—মশীবর্ণে।
অশনিস্বনন,—বজ্রধ্বনি। চপলা,—বিদ্যুৎ। লাবণ—লবণযুক্ত, লোণা।
আবিল—ঘোলা। ঘন—মেঘ, গাঢ়। উপ্ত—বোনা।

ছাঁকনির মধ্যভাগ, ঝুলিয়াছে অতি।
নির্ম্মল, মধুর জল, ঝরিবে সম্প্রতি॥
নিদাঘ নিরাস করি, বরিষার জয়।
নীরস সরস, গেল, শোক সমুদয়॥

ঝম্ ঝম্ করি পরে, আরব অন্তরে।
বিহগ, পশুর-পাল, প্রবেশে বিবরে॥
শুনিয়া তখনি দেখি চমকি চাহিয়া।
ধূসর তুষার-রাশি আসিছে ছুটিয়া* ॥
অথবা প্রলয়-কালে, সাগর উথলি।
গ্রাসিছে গহন পল্লি, সংসার সকলি॥
নিদাঘ নিরাস করি, বরিষার জয়।
নীরস সরস, গেল, শোক সমুদয়॥

শীতল হইল বায়ু, শীকর সংযোগে।
চাতক চলিল উড়ি, সুধা উপভোগে॥
ঠেলিতে লাগিল তারে, অনিল সবলে।
শিথিল সকল পক্ষ, হেলি দুলি চলে॥

ধূসর—ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। তুষার—নীহার।
গহন—নিবিড় বন। শীকর—জলবিন্দু।

* বৃষ্টি হইয়া নিকটে আসিতেছে যেন তুষার রাশি দ্রুতবেগে দৌড়াইতেছে।

১৫শ হইতে ১৬শ পর্য্যন্ত তাৎপর্য্য, বায়ুর বিপক্ষ দিকে চাতকগণ উড়িয়া যাইতেছে, বহমান প্রবল বায়ুতে গমনের বাধা দিতেছে তাহাকে সর্ব্বশরীরস্থ পক্ষ বিশৃঙ্খল হইতেছে।

প্রমোদে ভুলিয়া পথ, ঘুরিতে লাগিল।
কোথা জল জল বলি, জলদে ডাকিল॥
নিদাঘ নিরাস করি, বরিষার জয়।
নীরস সরস, গেল, শোক সমুদায়॥

মায়ূর কলাপ-চিত, মুগ্ধ ভাব ধরি।
হরষ প্রকাশ করে, কেকারব করি॥
ডাক নয় কলাপীর, গীতের আলাপ।
নাচিছে নূতন তালে, পাসরি সন্তাপ॥
নাড়িছে নিকট-বায়ু, শিখণ্ড নিকর।
ভাতে যথা তালবৃন্ত, কাঁপে থর থর॥
নিদাঘ নিরাস করি, বরিষার জয়।
নীরস সরস, গেল, শোক সমুদয়॥

দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি, পড়িতে লাগিল।
অবনি উপরে স্রোত, বহিয়া চলিল॥
সলিল সেচনে যথা, তুষিতে মহীরে।
প্রবাহিতা ভাগীরথী, হিমালয় শিরে॥
অথবা কাঁদিলা রসা, পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি।
বহিল নয়ন-বারি, উরস উপরি॥

মায়ূর—ময়ূরের পাল। কলাপী—ময়ূর। শিখণ্ড—ময়ূরপুচ্ছ।
ভাত—প্রভাত। উরস—বক্ষঃস্থল।

নিদাঘ নিরাস করি, বরিষার জয়।
নীরস সরস, গেল, শোক সমুদয়॥

জনমিয়া জলবিম্ব, জলের আঘাতে।
নিমেষে বিলয় পায়, পুনঃ ধারাপাতে॥
জীবনের অসারতা, জ্ঞাপন কারণ।
করিছে কি জলবিম্ব, জনম গ্রহণ॥
অথবা স্বভাব ক্ষুব্ধ, মলিন দশায়॥
পরাইলা মুক্তামালা, মহির গলায়॥
নিদাঘ নিরাশ করি, বরিষার জয়।
নীরস সরস, গেল, শোক সমুদয়॥

কখন বা বিন্দু বিন্দু, হয় ধারাপাত।
আকাশে চালিয়া তাহা, খেলা করে বাত॥
কখন পসলা হয়, মুষলের ধারে।
তাপ গেল বলি মহী, সহিবারে পারে॥
যেন বারিবাহ বারি, আনিছে তুলিয়া।
প্রকৃতি ঢালিছে তাহা, কলসী করিয়া॥
নিদাঘ নিরাস করি, বরিষার জয়।
নীরস সরস, গেল, শোক সমুদয়॥

সুরচিত তৃণ-গেহ, জলেতে ভিজিল।
পাখামেলি বিহঙ্গম, শাখায় বসিল॥
আকুঞ্চি কন্ধর চারু, চঞ্চু লুকাইয়া।
ভাবে কি নিদাঘ-দুঃখ, নয়ন মুদিয়া॥
সে ভাবে ভাবুক-মন, অমনি গলিল।
নানা জাতি তরু যেন, কদম্বে শোভিল॥
নিদাঘ নিরাস করি, বরিষার জয়।
নীরস সরস, গেল, শোক সমুদয়॥

ভেকের ভয়াল রব, শুনিয়া অবাক।
কোকিল কালের গুণে, হইয়াছে কাক॥
সারস বিরস ছিল, নিদাঘ সময়।
অনুকূল-কাল পেয়ে, সুখের উদয়॥
নদিতীরে ফিরে ফিরে, আমোদ প্রকাশ॥
হরষে হাঁকিছে ডাক, পরশে আকাশ॥
নিদাঘ নিরাশ করি, বরিষার জয়।
নীরস সরস, গেল, শোক সমুদয়॥

আকুঞ্চি,—সঙ্কোচ করিয়া। কন্ধর—গল.।

২। ৩ পুংক্তির তাৎপর্য্য, বৃষ্টির সময় পক্ষিগণ পক্ষ বিস্তার ও গলা সঙ্কোচিত এবং চঞ্চু লুকাইয়া বসিয়া থাকে।

৬ পং তাৎপর্য্য, পক্ষিগণের সর্ব্ব শরীরেব পক্ষ সকল ভিজিয়া পরস্পর অন্তর ও সোজা হইয়াছে, ইহাতে কদম্ব পুষ্পের ন্যায় শোভা হইয়াছে।

কূলবতী বেগবতী, আলুলিত বেশে।
ছুটিল কল্লোলি ঘোর, উদধি উদ্দেশে॥
তরঙ্গ-লহরী তার, সহচরী গণ।
নাচিয়া চলিল করি, অঞ্চল ধারণ॥
নিবারণ নাহি মানে, অবিরাম গতি।
দুই কূল ভগ্ন করি, ভয়ানক অতি॥
নিদাঘ নিরাস করি, বরিষার জয়।
নীরস সরস, গেল, শোক সমুদয়॥

সরোবর পার হয়, সর্প সাঁতারিয়া।
প্রকৃতি মাপিছে প্রস্থ, মান-রজ্জু দিয়া॥
খেলিতেছে ক্ষুদ্র মীন, জলের ভিতরে।
বিমাতা বীচির দাপে, কাঁপিতেছে ডরে॥
কেমন পাতার আহা, পালন কৌশল।
মাতা হারা হইয়াও, স্বভাবে সবল॥
নিদাঘ নিরাস করি, বরিষার জয়।
নীরস সরস, গেল, শোক সমুদয়॥

কৃষক চষিয়া ভূমি, নিরীশ তাড়নে।
ব্যাকুল বার্ষিক বীজ, বপন কারণে॥

কূলবতী,—নদী। উদধি,—সাগর। বীচি—ঢেউ। পাতা—রক্ষিতা। নিরীশ—লাঙ্গলের ফাল। বার্ষিক বীজ—বর্ষাকালে রোপণযোগ্য বীজ।

জলদের কাল যদি, অলসেতে যায়।
কৃষক কুলের তবে, নাহিক উপায়॥
ঘন ঘনে বরিষণ, করিকর ধারে।
তবু কি তাদের তাহে, তাড়াইতে পারে॥
নিদাঘ নিরাস করি, বরিষার জয়।
নিরস সরস, গেল, শোক সমুদয়॥

চিরকাল একভাব, ভাল নাহি লাগে।
বিরাগ ঘটিয়া উঠে, দৃঢ় অনুরাগে॥
বহুকাল ভোগে সুধা, গরল সমান।
চির-সুখ শেষে হয়, দুঃখের নিদান॥
নিদাঘে ব্যাকুল সবে, বর্ষার কারণ।
নিরন্তর বরিষণে, বিরক্ত এখন॥

বর্ষার অন্ত ও শরৎ ঋতুর উদয়।

বক্র বাসব-ধনু, সুশোভিল গগণে;
নীল, লোহিত, পীত, মনোহর বরণে।
হৃষ্টা প্রকৃতি সতী, নীরধর বারণে;
সঙ্কেত প্রকাশিলা, মৃদুহাসি বদনে।

করিকর—হস্তিশুণ্ড। গরল—বিষ। বাসব-ধনু—ইন্দ্র-ধনু।

সমুদিত ভাস্কর, তমোভার হরণে ;
জলধর ঠেলিয়া, খরতর কিরণে।
প্রমোদিতা নলিনী, নিরখিয়া রমণে ;
সরোবর সলিলে, সাঁতারিছে সঘনে।
অলি-দল পাগল, পরিমল ক্ষরণে ;
ত্বরিত প্রধাবিত, মধু-ধন হরণে।
ঝরিতেছে ঝরনা, ঝর ঝর ঝরণে ;
আরব সুমধুর, জুড়াইছে শ্রবণে।
নভস নিরমল, সুশোভন তোরণে ,
নির্গত শশধর, কলধৌত বরণে।
সুধা-কর ছুটিল, কুমুদিনী সদনে ;
প্রিয়তম চন্দ্রমা, সমাগম কথনে।
নিদ্রিতা ছিলা সেই, নিমীলিত নয়নে ;
জাগিলা প্রমোদিনী, প্রিয়-কথা শ্রবণে।
তামসী নিশীথিনী, সুশোভিতা শোভনে ;
খদ্যোত পরিবৃত, যেন চুণী ভূষণে।

প্রমোদিতা—আহ্লাদিতা। রমণ—পতি। পরিমল—গন্ধ। শ্রবণ—কর্ণ। নভস—আকাশ। তোরণ—সিংহদ্বার। কলধৌত—রজতঃ, রৌপ্য। সুধা-কর—অমৃতরশ্মি। তামসী—অন্ধকারযুক্ত। নিশীথিনী—রজনী। খদ্যোত—জোনাকিপোকা। চুণী—ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ রত্ন বিশেষ।

শরৎ ঋতু।

উদিত শরৎ ঋতু, বরিষা বিরামে।
বারিদ-বিরক্ত জনে, শান্তি-সুখ বিতরণে,
আইল একাল পূর্ণ, মধুর আরামে॥
শোভিল রসা, অনন্ত শোভায়।
নাহি আর মেঘবিন্দু, অমেয় অম্বরে।
সাজিল সুনীল রাগে, সুখপ্রদ দিবাভাগে,
রজনীতে মনোহর, শোভা শশধরে॥
বাঞ্ছিত নিশি, হইল তাহায়॥

চির-অমাবৃত নিশা, বরিষা সময়।
কোথায় শশির কান্তি, দিবসে রজনী ভ্রান্তি,
মিহির তিমির জালে, প্রায় মুক্ত নয়॥
আংশিক শোভা; খদ্যোত নিকরে।
আকাশ দর্শন এবে, অতি মনোহর।
হিমকর কররাশি, প্রকাশ তমস নাশি,
হাসিছে প্রকৃতি যেন, সানন্দ অন্তর॥
রঞ্জিত চিত, চকোর শীকরে॥

পশিল লৌকিক প্রেম, জড়ের হৃদয়ে।
শোভন রজতঃ রাগে, কুমুদিনী হ্রদে জাগে,

অমেয়—যাহার পরিমাণ করা যায় না। অম্বর—আকাশ। রাগ—বর্ণ।
অমাবৃত—অমাবশ্যাদ্বারা আবৃত। হিমকর—চন্দ্র।

ভাসিতেছে সুখসাধে, সুধাংশু উদয়ে॥
সঞ্চিত শোক, বিগত এক্ষণে।
শশাঙ্ক সুন্দর কান্তি, সরসী অন্তরে।
দেখি আশু কুমুদিনী, চমকিতা প্রমোদিনী,
সলিলে হেলিয়া পড়ে, চুম্বিতে সাদরে॥
বিভ্রান্ত হেলা, প্রেমের ছলনে॥

কলকলে কলহংস, সাঁতারে সলিলে।
দেখি কুমুদিনী ভাতি, আশায় আমোদে মাতি,
বার বার ডুবিতেছে, প্রিয়াসহ মিলে॥
নিশ্চয় সুধা, ভাবি তার মূলে।
কোমল শ্যামল ধান্য, শোভে ক্ষেত্রময়।
থর থর বায়ু বলে, যেন ক্ষেত্র দ্রুত চলে,
পবন তাড়ন তার, বুঝি সহ্য নয়॥
আশ্বস্ত হেরি, কৃষকের কুলে॥

সুখসাধে—সুখেচ্ছায়। শশাঙ্ক—চন্দ্র। হেলা—কুমুদ।
আশ্বস্ত—আশ্বাস প্রাপ্ত।

৫ম পং ভাং, বায়ুবলে কুমুদ হেলিয়া জল স্পর্শ করিতেছে।

৮ হইতে ১০ পংক্তি ভাং, হংসগণ যখন জলে খেলা করে তখন বারংবার মস্তক ডুবায়, যেন কুমুদ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার মূলে অবশ্য সুধার ন্যায় কোন উপাদেয় পদার্থ আছে ভাবিয়া তুলিবার জন্য ডুবিতেছে।

বলাকা পুলকে তার, উপরে উড়িছে।
ভীম প্রভঞ্জন বলে, উড়াইলে তুলাদলে,
খেলে যথা মেঘ-অঙ্কে ; তেমনি শোভিছে॥
সিঞ্চিত সুখ, ভাবুক অন্তরে।
কাশক কুসুম ফুল্ল, তটিনীর তীরে।
বিসদ বকের দল, বাতে যেন সচঞ্চল,
অপরূপ প্রতিরূপ ; সেই স্বচ্ছ নীরে॥
শঙ্কিত মীন, সলিল ভিতরে॥

শরদন্তে হেমন্ত ঋতুর উদয়।

সজীবে জুড়াইয়া, শুভ্র বিভাসে।
শরৎ নিবারিত, বিশ্ব-বিলাসে॥
আগত হিমাগম. অভূত ভারে।
অবনি সুসাজিত নীহার হারে॥
মিহির সমাবৃত, প্রাতঃ তুষারে।
নলিনী তিরোহিত, চিত্ত বিকারে॥
শোভিল সরোবর, স্নিগ্ধ সলিলে।
সদাই বিলোলন, শীত-অনিলে॥

বলাকা—বকশ্রেণী। প্রভঞ্জন—বায়ু। অঙ্ক—ক্রোড়। কাশক—কেশে। সজীব—জীবনযুক্ত। শুভ্র—শুক্লবর্ণ। বিভাস—প্রভা, আলোক। হিমাগম—হেমন্ত ঋতু। অভূত—পূর্ব্বে যেরূপ হয় নাই। ভার—গুরুত্ব। নীহার—তুষার, শিশির। মিহির—সূর্য্য। তিরোহিত—লুক্কায়িত। বিলোলন—চঞ্চল। শীত-অনিল—স্নিগ্ধবায়ু।

খেলিছে সমীরণ, মুগ্ধ আকারে।
প্রকৃতি প্রণোদিত, বারি বিহারে॥
কানন সুশোভন, হৈম প্রসূনে।
সুরভি বিলুণ্ঠিত, মন্দ তলুনে॥
ভসন উচাটন, পুষ্প আমোদে।
ছুটিল সচঞ্চল, চিত্ত প্রমোদে॥
বিহগ বিভাষিত, মোহন তানে।
অবিরত সিঞ্চিত, পীযূষ কাণে॥
প্রভাতে বিমণ্ডিত, শস্য শিশিরে।
ভিজিল ধরাতল, ক্ষরিত নীরে॥
অনল বিশঙ্কিত, হেমন্ত দাপে।
তপন বিরাজিত, মজ্জিত তাপে॥

হেমন্তবর্ণন।

হেমন্ত আইল, শরৎ অন্তে,
অলস আকৃতি, প্রকৃতি-ত্রাস;
ক্ষুণ্ণবল করি, ক্ষমতাবন্তে,
খরতা রহিত. রবির ভাস।

প্রণোদিত—প্রেরিত। হৈমপ্রসূন—হিম ঋতুতে যে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। সুরভি—সুগন্ধ। ভসন—ভ্রমর। আমোদ—অতি দূরগামী গন্ধ। মোহন—মুগ্ধকারী। ভাস—প্রভা, দীপ্তি।

দল বিদলিত, বিসজ জাতি,
জলে লুকাইল, যাতনা পেয়ে ;
বিনাসে মগন, মোহন ভাতি,
ভাবুক বিকল, বারেক চেয়ে।

শঙ্কিত সকলে, শিশির-দাপে,
তাপিত সতত, মনুজ মন ;
কফের প্রভাবে, শরীর কাঁপে,
হয় 'ত' তাহাতে, গত জীবন।

তুহিন পতনে, ধান্য পাকিল,
মাখিল অবনি, অসীম শোভা ;
ভুতলে মিশিতে, শীষ হেলিল,
মোহন রচন, মানস লোভা।

উড়িয়া আইল, অনিল যোগে,
থরে জলচর, বিহগ দল ;
সুশীষ ছিঁড়িয়া, মাতিল ভোগে,
কল কল রবে, দলিল পল।

বিসজ—কমল, মৃণালজ। ভাতি—শোভা। মনুজ—মনুষ্য।
তুহিন—হিম। পল—খড়, শস্য রহিত তৃণ।

কৃষক কুপিত, ক্ষেত্র হেরিয়া,
ধরিতে ধাইল, নীরব পায় ;
অতুল যতনে, জাল পাতিয়া
তাড়াইল, পাখি পড়িল তায়।

দেখিয়া আমোদে, ক্ষেত্র নিকরে,
তৃণ-জীবী যত, পশুর পাল ;
ছুটিল সকলে, তার ভিতরে,
পলে খেলে তায়, তরঙ্গ জাল।

তাপস আভাসে, বক বসিল,
অমল সলিল, সরসি তীরে ;
সেভাব হেরিয়া, মীন হাসিল,
ত্বরিত চলিল, অগাধ নীরে।

তরুণী যেমন, চিকুর যুক্তা,
তেমনি ধরণী, যবস থরে ;
সবুজ রেসমে, বিসদ মুক্তা ;
শিশির তেমনি, তৃণ উপরে।

বিধুর বদন, তুষার বাসে,
যতনে ঢাকিল, নিশীথ সতী ;

অগাধ—গভীর। চিকুর—কেশ। যবস—ঘাস। বিধুরবদন—শশীর বদন।

কোপনা কামিনী যেমন হাসে,
ঈষৎ চাহিয়া, সখীর প্রতি।

হেমন্ত অন্তে শীত ঋতুর উদয়।

অবশেষে কালশেষ,
ধরা ছাড়ি হেমন্ত।
যায় চলি নিজ ধামে,
দিয়া দুখ অনন্ত॥

হিমাগম অপগমে,
চরাচর নিকরে।
ভাবিতেছে এক মনে,
নবঋতু কি করে॥

হেন কালে শীত ঋতু,
ধীরে ধীরে চলিয়া।
উপনীত অবনিতে,
অলসেতে ভাসিয়া॥

কোপনা—কোপবতী। অপগম—প্রস্থান। চরাচর—স্থাবর জঙ্গম।

বিসাদিত সবে অতি,
নিরখিয়া যমজে।
সহোদর হিম শীত,
এক ধারা ধর যে॥

কবি কহে অহে জীব!
কেন সবে ভাবিত।
করিবেন জগদীশ,
যে বিধান বিহিত॥

শীত ঋতু।

মেদুর গন্ধবহ, বাহিত অহরহ,
হিমালয় অচল হইতে।
তুষার গুণযুত, কাঁপিল পঞ্চভুত,
কার সাধ্য সে বাত সহিতে॥
দৌড়িলা মন দুখে, অবাচী অভিমুখে,
তমোহর উত্তর ছাড়িয়া।
শীতের ক্লেশ যত, তাহাতে নহে গত,
রহে প্রাতে কুয়াসা ঘেরিয়া॥

যমজ—এক কালীন এক গর্ভে জাত সন্তান দ্বয়। মেদুর—অতিশয় স্নিগ্ধ। গন্ধবহ—বায়ু। বাহিত—বাহিয়া যায়। পঞ্চভূত—পৃথ্বী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ। অবাচী—দক্ষিণদিক্। তমোহর—সূর্য্য।

নিশীথ স্নিগ্ধ অতি, প্রকৃতি গুণবতী,
যবে রত কর্ত্তব্য সাধনে।
চালনী সূক্ষ্মতর, সঞ্চালি নিরন্তর,
ব্যস্ত আহা! শিশির বর্ষণে ॥
কলুষ সব গত, নির্ম্মল জল যত,
অনুমান বরফ সমান।
নিদাঘে হেন জল, পাইলে পুণ্য বল,
ধরণীতে স্বর্গ সুখ জ্ঞান ॥
প্রভাতে জলাশয়, হইল ধূম ময়,
স্বভাবের অসীম কৌশলে।
উষ্ণার্থ বারি রাশি, জালিল চণ্ড-বাশি,
বুঝি সব সরোবর তলে ॥
আবৃত-শশধর, প্রকাশি মৃদু কর,
তবু রত সিন্ধু বিকর্ষণে।
ওষধি বহুতর, তরুবর নিকর,
পরিপুষ্ট—শীকর বর্ষণে ॥
তারকা-কুল গুপ্ত, প্রকৃতি যেন সুপ্ত,
রজনীতে নয়ন মুদিয়া।
নিখিল সুখকর, প্রকাশ সিত-কর,
মৃদু মৃদু অম্বর ভেদিয়া ॥

চণ্ডবাশি—তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট অগ্নি। ওষধি—ফলপাকান্ত-বৃক্ষাদি।
সিতকর—শুভ্ররাশ্মি। বিকর্ষণ—টানন। অম্বর—আকাশ।

বিজ্ঞাপন।

ভগবদেচ্ছায় "ঋতু-বিলাস" রচিত ও প্রচারিত হইল। পূর্ব্ব-রচিত "রিপু-বিহার" অদ্যাপি সাধারণ্যে পরিগৃহীত হয় নাই। দেখি—এখানিরই বা কি দশা হয়।

নিম্ন লিখিত কাব্যদ্বয় "কাশীপুর-রোড" ৪৩ নম্বর ভবনে বিক্রয়ার্থ আছে।

"রিপু-বিহার কাব্য"। (১২ পেজি ফরমার ৪১ পৃষ্ঠা) ... ৶০

"ঋতু-বিলাস"। (৮ পেজি ফরমার ৪১ পৃষ্ঠা) ... .. ।৵০

"প্রসূন-স্তবক কাব্য"

দ্বাবিংশতি গুচ্ছে পরিসমাপ্ত।

এই কাব্য খানি, এক এক গুচ্ছ অর্থাৎ সর্গানুক্রমে রচিত ও প্রচারিত হইবে। প্রতি গুচ্ছে নানা রসাত্মক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অমিত্রাক্ষর ছন্দে হইতেছে এবং কলেবরানুযায়ী মূল্য নির্দ্দিষ্ট, ও কাব্যানুরাগী মহোদয়গণের উৎসাহানুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে প্রকাশিত হইবে।

১২৭৯ সাল
৫ বৈশাখ।

শ্রীমহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
রচয়িতা

রসতরঙ্গিণী।

আদিরসঘটিতসংস্কৃতশ্লোকসংগ্রহ।

৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক

বাঙ্গালাভাষায় পয়ারাদিচ্ছন্দে

অনুবাদিত।

৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ

কলিকাতা।
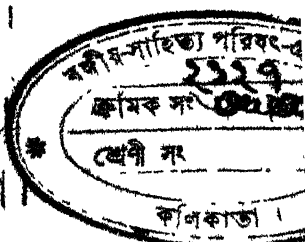
৫৪।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট আর্য্যযন্ত্রে,

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ সাল।

ভূমিকা।

অপারগুণপারাবারপারগস্থচারুকীর্ত্তিকীর্ত্তিত বিবিধ-
বিলাস বিলাসকলাভিলাযুক সজ্জনসমাজে
সাতিশয়বিনয়পূর্ব্বক
বিজ্ঞপ্তিরিয়ং।

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সময়াবধি অনেকানেক কবিকুলতিলক ত্রিলোকলোকানন্দদায়ক মহাকবীশ্বর মহাশয়দিগের যে সুরসিকসমূহাহ্লাদক সুরসসংসিক্ত স্বাদু কবিতা সকল এতদ্ভুবনমণ্ডলাকাশে উজ্জ্বলতর তারকার ন্যায় প্রকাশমান ছিল, তাহা এই ক্ষণে প্রায় কালরূপী কালরাত্রির কালতিমিরাবৃত হইয়া বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, যদিচ এতৎ কবিতা সকলের অনেকাংশ ভুবনাবতংস পণ্ডিতবংশাবতংস পরম পণ্ডিত মহাশয়দিগের বিমলবদনবিকচকমলকুহরে বিরাজমান আছে, কিন্তু তন্মধু শ্রীমন্মধুব্রত মহাশয়দিগের মধুব্রত ভঙ্গশঙ্কায় প্রায় সঙ্কুচিত থাকাতে সাধারণ

সকলের সুলভ নহে, এটা তন্মহাশয় মাত্রেরি নৈসর্গিকী রীতি, সুতরাং তত্তৎ স্বাদু কাব্য সাধারণের আস্বাদযোগ্য না হওয়াতে কালক্রমে ক্ষীণতাই হইতেছে, অতএব এই ক্ষণে আমি ঐ উদ্ভট কবিতা সকল সঙ্কলন করিয়া সাধারণজনগণের আস্বাদনার্থ তত্তৎকবিতার্থ যথার্থ রূপে ভাষায় পয়ারাদি নানা ছন্দোবন্ধে ভাষিত করিয়া প্রকাশকরণেচ্ছু হইয়াছি, তন্মধ্যে প্রথমতঃ আদ্যরসঘটিত শ্লোকসকল এতদ্‌গ্রন্থে প্রকাশ করিলাম, বোধ করি, হংসের নীরপরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষীর ভক্ষণের ন্যায় গুণজ্ঞ মহাশয়দিগের যে স্বভাবগুণ আছে, তাহাতে আমার দোষপরিহারপুরঃসর গুণগ্রহণ অবশ্যই হইবে। কিমধিকমিতি।

রসতরঙ্গিণী।
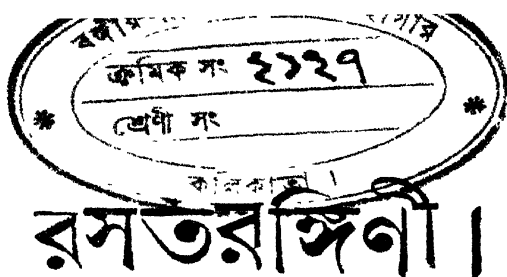
শম্ভু স্বয়ম্ভুহরয়ো হরিণেক্ষণানাং
যেনাক্রিয়ন্ত সততং গৃহকর্ম্মদাসাঃ।
বাচানগোচরচরিত্রবিচিত্রতায়
তস্মৈ নমো ভগবতে কুসুমায়ুধায়॥

যাঁহার প্রভাবে ভবে, বিধি হরি হর সবে,
আছেন নারীর দাস হয়ে।
বিচিত্র চরিত্র যাঁর বাক্য মনে পাওয়া ভার,
নম সেই কাম মহাশয়ে॥

আলোলামলকাবলিং বিলুলীতাং বিভ্রচ্চলৎকুণ্ডলং
কিঞ্চিন্মৃষ্টবিশেষকং তনুতরৈঃ স্বেদাম্ভসাং শীকরৈঃ।
তন্ব্যাং যৎ সুরতান্ততান্তনয়নং বক্ত্রং রতিব্যত্যয়ে
তত্ত্বাং পাতু চিরায় কিং হরিহরব্রহ্মাদিভির্দৈবতৈঃ॥

বিপরীত রতি, করিতে যুবতী,
অলসে খসিয়া পড়েছে বাস।
অলকের ভাতি, নাহিক তেমতি,
চিকুরনিকরে নাহিক ভাস॥
বদন কমলে, স্বেদ-বিন্দুজলে,
মৃগমদশোভা হয়েছে হানি।

কুণ্ডলযুগল, দোলে অবিরল,
হয়েছে কাতর বদন খানি ॥
সেই শশিমুখ, তব সম দুখ,
মনের অসুখ করুক নাশ।
মিছে মুরহর, সেবিয়া শঙ্কর,
কি ফল পাইবে তাদের পাশ ॥

দৃশা দগ্ধং মনসিজং জীবয়ন্তি দৃশৈব যাঃ।
বিরূপাক্ষস্য জয়িনীস্তাস্তুমো বামলোচনাঃ ॥

হরনেত্রে কাম হত হইয়াছে বলে।
নেত্রেই বাঁচায় তারে যারা কুতূহলে ॥
কামে বাঁচাইয়া যারা শিবে করে জয়।
সেই নারীগণে স্তুতি উপযুক্ত হয় ॥

অঙ্গীকুরু দৃশোর্ভঙ্গীনঙ্গীভবতু মন্মথঃ।
ঘোষয়ন্তু সরোজাক্ষি মহেশজয়ি তে যশঃ ॥

এক বার কর প্রিয়ে অপাঙ্গের ভঙ্গ।
দেখি রঙ্গ হবে আজি অনঙ্গের অঙ্গ ॥
বহুদিনাবধি মনে আছে হে বাসনা।
শিবে জয় কর যশ করিব ঘোষণা ॥

অহং কনকনির্মিতঃ সকলভূধরাত্যুন্নতঃ
সহস্রনয়নাশ্রয়ো বিবুধপুণ্যলব্ধোদয়ঃ।
স্তনোপরি পরিস্ফুরত্তরুণি চারু চেলাঞ্চলং।
নিবর্ত্তয় মনাগপি ত্যজতু গর্ব্বমুর্ব্বীধরঃ ॥

সুবর্ণ সুবর্ণ আমি অতি উচ্চতর।
আমার নিকটে নত যত ধরাধর ॥
সহস্রনেত্রের হই আমিত আশ্রয়।
দেবলোকে বাঞ্ছা করে আমার উদয় ॥
সুমেরুর সর্ব্বদাই এই সর্ব্ব গর্ব্ব।
খর্ব্বাঙ্গিণি নাহি সহে কর গর্ব্ব খর্ব্ব ॥
সদয় হইয়ে প্রিয়ে খুলিয়ে হৃদয়।
এক বার স্তনদ্বয় করহে উদয় ॥
দেখুক সকলে তব দুই পয়োধর।
গর্ব্বে মত্ত খর্ব্ব হউক এই উর্ব্বীধর ॥

অনয়োর্গোপনমুচিতং কনকাদ্রিকান্তিস্করয়োঃ।
অবধীরিতবিধুমণ্ডলমুখমণ্ডলগোপনং কিমিতি ॥

সুমেরুর শোভা চুরি করেছে বলিয়া।
ক্ষতি নাই স্তন দুটি রাখহে ঢাকিয়া ॥
বিধুর করেছে যেই বিধুর বদন।
কি কারণে সে বদনে করে আচ্ছাদন ॥

বক্ষসি বহসি গিরীন্দ্রৌ ত্রিভুবনজয়িনী কটাক্ষেণ।
অবলা ত্বং যদি সরলে কঃ বলবন্তং ন জানীমঃ ॥

হৃদয় উপরে ধর ধরাধরদ্বয়।
কটাক্ষমাত্রেতে ত্রিভুবন কর জয় ॥
ইহাতেও যদি প্রিয়ে তুমি হে অবলা।
তবে বল বলবান্ কারে যায় বলা ॥

কমলমুখি ভবত্যাশ্চোরুবক্ষোজশম্ভু
কিল পরমরসাঢ্যো নির্ম্মিতো কেন ধাত্রা।
অহমপিতু ন কামী কিন্তু কান্তে তপস্বী
নিজকরকমলাভ্যাং শম্ভুপূজাং করোমি॥

ওহে বিধুমুখি তব হৃদয়।
হয়েছে কি দুটি শম্ভু উদয়॥
আহা মরি কিবা পরম নিধি।
না জানি কোন বা গড়েছে বিধি॥
ইথে কিছু আমি নহিহে কামী।
কিন্তু সহজে তপস্বী আমি॥
অতএব মম করকমলে।
বাসনা শম্ভু পূজিব বলে॥

যামীতি রহসি ভণিতং দুঃসহমাকর্ণ্য জীবনাথস্য।
অকৃত নিমীলিনয়না জৈমিনিমুনিকীর্ত্তনং তন্বী॥

প্রিয়পাশে বসি, কহে হাসি হাসি,
প্রেয়সি হে আসি, দেহ বিদায়।
এই কথা শুনি, পরমাদ গণি,
শিহরিয়া ধনী, পড়ে ধরায়॥
যেন বজ্রাঘাত, হলো অকস্মাৎ,
শিরে দিয়া হাত, ভাবে তখনি।
শুনে সেই ধ্বনি, বারে বারে ধনী,
স্মরিছে জৈমিনি, জৈমিনি মুনি॥

তস্মাগমিষ্যসি ভবিষ্যতি সঙ্গমো নৌ
সম্পৎস্যতে চ মনসো মম সোঽভিলাষঃ।
বিদ্যুদ্বিলাসচপলা নবযৌবনশ্রী-
রেষা গতা ন পুনরেষ্যতি জীবিতেশ ॥

তোমার হইবে প্রাণ পুন আগমন।
পুনরায় উভয়েরি হইবে মিলন ॥
মম মন অভিলাষ আবারো পূরিবে।
কিন্তু এ যৌবন গেলে আর না ফিরিবে ॥

[illegible]ত বারিকণান্ কিরন্তি পুরুষান্ বর্ষন্তি নাম্ভোধরাঃ।
শৈলাঃ শাদ্বসমুদ্গমন্তি ন স্বজন্ত্যেতে পুনর্নারকান্।
[illegible]লোক্যে তরবঃ ফলানি সুবতে নৈবারভন্তে জনান্।
ধাতঃ কাতরমালপামি কুলটাহেতোস্ত্বয়া কিং কৃতম্ ॥

[illegible]তেক জলদদল, কেবল বরিষে জল,
পুরুষ বর্ষিতো যদি তবু প্রাণ বাঁচিতো।
আছে বটে গিরিচয়, তাহে মাত্র তৃণ হয়,
পুরুষ জন্মিতো যদি তবু কথা থাকিতো।
দেখ বৃক্ষ আছে কত, তাহে ফলে ফল যত,
পুরুষ হবার পথ তুমিতো না রেখেছ।
পুরুষ কজন আছে, ইথে কি কুলটা বাঁচে,
ওহে বিধি কুলটার কি উপায় লেখেছ ॥

পঞ্চা তাবত্ত্রিকোণা বিপিননদনদীগ্রাবরুদ্ধং তদর্দ্ধং
তত্রাপ্যর্দ্ধং যুবত্যঃ শিশুগতবয়সো যোগিনো রোগিণশ্চ।

মান্যাস্তত্রাপি কেচিৎ শ্বশুরগুরুজনাঃ শেষভূতাঃ কিয়ন্তো
মিথ্যাবাদো মমায়ং মুখরমুখরবঃ পুংশ্চলী পুংশ্চলীতি।

পৃথ্বী চতুষ্কোণা নয়, সহজে ত্রিকোণময়,
তার অর্দ্ধ বনচয়, নদ নদী গিরিলো।
মানুষ দেখিলো যত, তার অর্দ্ধ নারী তত,
লাজ খেয়ে কব কত, ওই দুঃখে মরিলো॥
যে আছে পুরুষপাড়া, কেহ খোঁড়া কেহ বুড়া,
শিশুরোগী যোগী ছাড়া, অতি অল্প পাইলো।
তার মধ্যে যেবা যুবা, মান্য গুরুজনা সবা,
শ্বশুর মাতুল বাবা, ছাড়া কেহ নাইলো॥
পুরুষ কোথায় আছে, যাবো আমি কার কাছে.
মিছে লাগে মোর পাছে, তোরে সাঁচা বলিলো।
খাইয়া চক্ষের মাথা, মিছামিছি যথা তথা,
তবু লোকে কয় কথা, পুংশ্চলী পুংশ্চলীলো॥

নূনমাজ্ঞাকরস্তস্যাঃ সুভ্রুবো মকরধ্বজঃ।
যতস্তন্নেত্রসঞ্চারসূচিতেষু প্রবর্ত্ততে॥

জগতে যতেক আছে যুবতী রমণী।
সদা আজ্ঞাকারী তার মদন আপনি॥
নতুবা ইঙ্গিতমাত্র তারা যারে করে।
কি কারণে মদন তখনি তারে ধরে॥

বন্ধনানি যদি সন্তি বহূনি
প্রেমরজ্জুকৃতবন্ধনমন্যৎ।

দারুভেদনিপুণোঽপি ষড়ঙ্ঘ্রি-
র্নিষ্ক্রিয়ো ভবতি পঙ্কজবদ্ধঃ ॥

আছে নানামত, যে বন্ধন যত,
সকলি হয় স্খলন।
কিন্তু প্রেমডোরে, যেই বাঁধা পড়ে,
নাহিক তার মোচন ॥
তাহার প্রমাণ, দেখ বিদ্যমান,
ভৃঙ্গ করে দারুভেদ।
নাহি বল চলে, কোমল কমলে,
বদ্ধ হয়ে করে ছেদ ॥

অচুচুরচ্চারু চকোরলোচনা
শ্রিয়ঃ কিমিন্দোরথবাম্বুজন্মনঃ।
যতো জনঃ কশ্চন বীক্ষতে যদা
পিধায় গোপায়তি সাননং তদা ॥

হেন লয় মতি, বুঝি এ যুবতি,
শশধরভাতি চুরি করিল।
কিংবা সুবদনী, কনকবরণী,
নলিনীর শোভা হেলে হরিল ॥
নহিলে বলনা, কেন সে ললনা,
করিয়া ছলনা মুখ ঢাকিল।
চুরি করা ধন, বলিয়া তখন,
বদনে বসন বুঝি ঝাঁপিল ॥

মুগ্ধাক্ষি ক্ষণমেকনাস্যকমলং ক্ষৌমেণ মাচ্ছাদয়তাং
যূনাং দৃগ্‌ভ্রমরা ভবন্তু সুখিনঃ সন্দর্শনাদপ্যমী।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চ দৃগঞ্চলচ্ছবিসুধাস্যন্দেন চন্দ্রাননে
কন্দর্পদ্রুমমেতমিন্দুশিরসা দগ্ধং পুনর্জীবয়॥

শুন ওলো সুবদনি, বদনকমলখানি,
ক্ষণেক বসন দিয়ে ঢেকোনালো ঢেকনা।
পুরুষের আঁখি অলি, হেরে হৌক কুতূহলী,
ইহাতে নিষেধ আর ডেকনালো ডেকনা॥
হরহুতাশনে হত, হয়ে আছে মন্মথ,
তাহার যাতনা এত দেখনালো দেখনা।
দিয়ে আঁখি সুধাধার, প্রাণদান দাও তার,
মদনেরে মেরে আর রেখনালো রেখনা॥

ধ্বনিরুত্তমকণ্ঠি কণ্ঠতঃ
স্ফুটতামেতি তবৈষ জাতু চেৎ।
কলকণ্ঠসুকণ্ঠতা তদা
ক্বনু যাতীতি মনাস্তি সংশয়ঃ॥

সুমুখি যে তব মধুর স্বর।
শুনিয়া মোহিল আপনি স্মর॥
যদি একটুকু হয়লো উচ্চ।
তবে কে কোকিলে না করে তুচ্ছ॥

হস্তে ধৃতাপি শয়নে বিনিবেশিতাপি
ক্রোড়ে কৃতাপি যততে বহিরেব গন্তুম্।
জানীমহে নববধূরথ তস্য বশ্যা
যঃ পারদং স্থগয়িতুং ক্ষমতে করেণ॥

যদি দুটি হাতে ধরে, আনিহে শয়ন পরে,
তবু নাহি রয় ঘরে, ছুটে যেতে চায় রে।
তুষিয়া মধুর বোলে, যদি ধরে রাখি কোলে,
ভুলাইলে নাহি ভোলে, এত বড় দায়রে॥
যে ঠেকেছে সেই জানে, নবোঢ়া নারীর ধ্যানে,
কহিব তাহার স্থানে, অন্যে কব কায়রে।
যদিচ কখন হয়, পারা করে বদ্ধ রয়,
তবু একটি বার নয়, হায় হায় হায়রে॥

জাতস্তে নিশি জাগরো মম পুনর্নেত্রাম্বুজে শোণিমা
নিষ্পীতং ভবতা মধু প্রবিততং ব্যাঘূর্ণিতং মে মনঃ।
ভ্রামাদ্ভৃঙ্গবনে নিকুঞ্জভবনে লব্ধং ত্বয়া শ্রীফলং
পঞ্চেষুঃ পুনরেষ মাং হুতবহক্রূরৈঃ শরৈঃ কৃন্ততি॥

সুখেতে করিলে তুমি নিশি জাগরণ।
আরক্ত হইল দেখ আমার নয়ন॥
তুমি তার মুখমধু করিলে হে পান।
আমি ঘুরে মরি নাথ এ কোন বিধান॥
ভুঞ্জিলে তুমি হে সুখে শ্রীফল তাহার।
কি দোষে মদন মোরে হে প্রচার॥

নখক্ষতমুরঃস্থলেঽধরতলে রদস্য ব্রণং
চ্যুতা বকুলমালিকা বিগলিতা চ মুক্তাবলী।
রতান্তসময়ে ময়া সকলমেতদালোকিতং
স্মৃতিঃ ক্ব চ রতিঃ ক্ব চ ক্ব চ তবালি শিক্ষাবিধিঃ॥

সুখে মুখে মুখ দিয়ে, হৃদয়ে হৃদয় থুয়ে,
পতিকাছে ছিনু শুয়ে এইমাত্র জানি লো।
আচম্বিতে দেখি উঠে, দন্তচিহ্ন ওষ্ঠপুটে,
নখদাগ কুচতটে, যেন চাঁদখানি লো॥
ভাবি একি হৈল জ্বালা, ছিঁড়িল বকুলমালা,
খসিয়াছে মুক্তাগুলা, যত্ন করি আনি লো।
কে জানে কি হৈল মতি, কেমনে হইল রতি,
কিছুই না হয় স্মৃতি, সে সকল বাণী লো॥

ধন্যাসি যা কথয়সি প্রিয়সঙ্গমেঽপি
বিশ্রব্ধচাটুকশতানি রতান্তরেষু।
নীবীং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েণ
সখ্যঃ শপামি যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি॥

কে জানে তোরা মা কেমন নারী।
তোদের করম বুঝিতে নারি॥
সারা রাতি রতি করিয়া এবে।
আই মা কেমনে বলিলি ভেবে॥
মোর কথা তবে শুন লো সই।
তোর দিব্য যদি অন্যথা কই॥
সে জন যখন মাতি মদনে।
বলে খোলে মোর কটিবসনে॥
তার পরে সে কি করে আপনি।
তোরি দিব্য যদি কিছু লো জানি॥

ভ্রূভেদে রচিতেঽপি দৃষ্টিরধিকং সোৎকণ্ঠমুদ্বীক্ষতে
রুদ্ধায়ামপি বাচি সস্মিতমিদং দগ্ধাননং জায়তে।
কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনূ রোমাঞ্চমালম্বতে
দৃষ্টে নির্বহণং ভবিষ্যতি কথং মানস্য তস্মিন্ জনে॥

মনে করি বারে বারে, আর না হেরিব তারে,
নিষেধ না মানে আঁখি তারি পানে ধায় লো।
মনে মনে করে থাকি, কথা না কহিব ডাকি,
না দেখিতে আগে পোড়া মুখে হাসি পায় লো॥
তবু যদি সহচরি, মনকে কঠিন করি,
সে জনে দেখিবামাত্র রোমাঞ্চিত কায় লো।
অতএব তারে দেখে, আপনা বজায় রেখে,
কিরূপে সাধিব মান বল না আমায় লো॥

আলোলি লোচনমচালি হৃদো দুকূল-
মুদ্বাহুমূলমনুকূলমিতঃ কিমীহে।
এতেন চেতিতমনেন নচেৎ কিমালি
নীরেণ নীরসতরোরভিষেচনেন॥

পথে তার দেখা পেয়ে, আপনার লাজ খেয়ে,
কহিলাম আঁখি ঠারিয়া যত।
বুকের বসন খুলে, বারে বারে বাহু তুলে,
দেখাইনু স্তন সেই বা কত॥
ইথে যদি সেই জন, বুঝিতে নারিল মন,
মিছে কেন মান করিব হত।

ভালো বল দেখি সখি, রসহীন যেই শাখী,
কি হবে তাহাকে সিঞ্চিলে শত॥

স্ফুরদুরসিজভারভঙ্গুরাঙ্গী
কিশলয়কোমলকান্তিনা পদেন।
অথ কথয় কথং সহেত গন্তুং
যদি ন নিশাসু মনোরথো রথঃ স্যাৎ॥

স্তনভারে, একে নারে, চলিবারে, ললনা।
তাহে অতি, সে যুবতি, মৃদুগতি চলনা॥
নিশিযোগে, সুখভোগে, সে কিযোগে, যাইত।
মনোরথ, যদি রথ, সে মন্মথ, না দিত॥

ক্ক প্রস্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে
প্রাণাধিপো বসতি যত্র রতিপ্রিয়ো মে।
একাকিনী বদ কথং ন বিভেষি বালে
নন্বস্তি পুঙ্খিতশরো মদনঃ সহায়ঃ॥

এ যে ঘোর রাতি, সঙ্গে নাই সাথি,
একা লো যুবতি, চলেছ কোথা।
করে প্রেমব্রত, চেয়ে আশাপথ,
মম প্রাণনাথ, আছয়ে যথা॥
একাকিনী যাও, ভয় নাহি পাও,
ওলো ধনি কও, এ কোন রীতি।
লয়ে ধনু শর, নিজে পঞ্চশর,
আছে অগ্রসর, কি তবে ভীতি॥

উরসি নিহিতস্তারো হারঃ কৃতা জঘনে ঘনে
কলকলবতী কাঞ্চী পাদৌ রণন্মণিনূপুরৌ।
প্রিয়মভিসরস্যেবং মুগ্ধে সমাহ্বিতডিণ্ডিমা
যদি কিমধিকত্রাসোত্কম্পাদ্দিশঃ সমুদীক্ষসে ॥

হৃদয়ে ধরেছ হার, মরি কিবা শোভা তার,
সারি সারি শশিকলা ভালো আলো করেছে।
সঘনে মধুর বোল, জঘনে কিঙ্কিণী রোল,
রুণু রুণু নূপুর চরণযুগে ধরেছে ॥
যদি হে ছাড়িয়া শঙ্কা, নগরে মারিয়া ডঙ্কা,
নাগরের পাশে ধনি সুখ-আশে চলেছে।
তবে যে ভয়েতে কেন, চকিত হরিণী যেন,
চারি দিক চাও হেন ভাবনায় ভুলেছ ॥

কিং চূড়ামণিদীপিকাং স্থগয়সি ত্যক্তৌ চ কিং নূপুরৌ
কিং কাঞ্চীং বিজহাসি কঙ্কণঝণৎকারঞ্চ কিং গোপসে।
জ্ঞাতব্যাসি তথাপি নাগরজনৈর্নিঃশঙ্কসঞ্চারিণি
ত্বদ্বক্ত্রাম্বুজগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলকোলাহলৈঃ ॥

ভালো ওলো ধনি, যদি চূড়ামণি,
যতনে বসনে ঢেকেছ ঢাক।
চরণে নূপুর, করিয়াছ দূর,
তুলিয়া কিঙ্কিণী রেখেছ রাখ ॥
কিন্তু চারি পাশে, মুখমধু আশে,
দেখ না ভ্রমর ভ্রমিছে সবে।

সেই কোলাহলে, জানিবে সকলে,
তবে যে গোপনে কেমনে যাবে ॥

কুচো লেভে হারং ঘনকঠিনপীনোন্নততয়া
নিতম্বো বিস্ফারাৎ কনকময়কাঞ্চীমলভত।
তয়োর্মধ্যঃ ক্ষীণস্ত্রিবলিনিগড়ৈর্বন্ধনমগাৎ
ন কোঽপি ক্ষীণানাং জগতি কুরুতে সম্ভ্রমপদম্ ॥

রমণীর পয়োধর, অতিশয় উচ্চতর,
এই হেতু মন তার হার দিয়ে তুষেছে।
নিতম্ব বিশাল অতি, এ কারণে সে যুবতী,
কাঞ্চনের কাঞ্চী দিয়ে যতনেতে পুষেছে ॥
মধ্য খানি ক্ষীণ বলে, দেখ ত্রিবলির ছলে,
নিগড়ে বান্ধিয়া তারে একেবারে দুষেছে।
অতএব বলি তাই, ক্ষীনের উপায় নাই,
ক্ষীণের গৌরব সব ক্ষাণতায় শুষেছে ॥

যাতে মন্মথসঙ্গরে রণকৃতাং সৎকারমাতন্বতী
বাসোঽদাজ্জঘনে সুপীনকুচয়োর্হারং কটৌ কিঙ্কিণীম্।
তাম্বূলস্য চ বীটিকাং মুখবিধৌ হস্তে রণৎকঙ্কণং
পশ্চাদ্বর্ত্তিনি কেশপাশনিচয়ে যুক্তো হি বন্ধক্রমঃ ॥

মদন সমরে, ধনী জয় করে,
উঠিয়া জঘনে বসন দিল।
স্তনযুগে হার, দিল উপহার,
যেমনি তাহারা যুঝিয়া ছিল ॥

পরে কটিতটে, দিল অকপটে,
কিম্বা সে কাঞ্চন কিঙ্কিণী তার।
মুখে দেয় পান, করে করে দান,
কনককঙ্কণ সভার সার॥
এই রূপে ধনী, বুঝিয়া আপনি,
বুঝিয়া সভারে ভূষণ দিল।
সমরসময়, ভয়ে কেশচয়,
পাছে ছিল বলে বেন্ধে বাখিল॥

অবলাকনকলতায়াং ফলিতং স্তনভূধরদ্বন্দ্বম্।
বিধিরিতি হৃক্ ভিভীত্যা চূচুকমিহ কজ্জলীকুরুতে॥

কামিনীকনকলতা ফলিতা হইল।
পরিপাটী স্তনদুটী সুমেরু ফলিল॥
পাছে কি কুলোকে কুলক্ষণ করে দেখে।
ইহা ভেবে বিধি রেখে দিল কালী মেখে॥
তাই বুঝি রমণী জনার স্তনদ্বয়।
উঠিতে উঠিতে মুখ দুটি কালো হয়॥

উত্তিষ্ঠ দূতি যামো যামো যাতস্তথাপি নায়াতঃ।
যাতঃ পরমপি জীবেজ্জীবিতনাথো ভবেত্তস্যাঃ॥

প্রহর বাজিল অই, প্রাণেশ আইল কই,
উঠ চল যাই সই, কি হইবে থাকিলে।
তবেতো পাইব সুখ, হেরিব তাহার মুখ,
সহিয়ে এতেক দুখ, প্রাণে সখি বাঁচিলে॥

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব যদেকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

মন নাহি তার মিলন চাহে।
বিরহে তাহার সে ভাল রহে॥
মিলনে নয়নে সেই একাকী।
বিরহে তন্ময় দেখে ত্রিলোকী॥

যদবধি মদন কটাক্ষো ভবদনুভূতঃ পুরারাতেঃ।
মন্যে বিশিখনিপাতস্তদবধি ভবতোহবলাস্বেব॥

একবার শিবে শর করিয়া ক্ষেপণ।
দেখিয়াছ শিখিয়াছ পুরুষ যেমন॥
তদবধি হে মদন পুরুষে ছাড়িয়া।
বুঝি কি প্রহার কর অবলা দেখিয়া॥

দেবেন প্রথমংজিতোহসি শশভৃল্লেখাভৃতানন্তরং
বুদ্ধেনোদ্ধতবুদ্ধিনা স্মর ততঃ পান্থেন কান্তেন মে।
তান্ হিত্বা বত হংসি মামতিকৃশাং দীনামনাথাং স্ত্রিয়ং
ধিক্ ত্বাং ধিক্ তব পৌরুষং ধিগুদয়ং ধিক্কার্মুকং ধিক্ শরান॥

প্রথমে হে মদন মহেশে জানিয়াছ।
তার পরে বুদ্ধহাতে হারি মানিয়াছ॥
পরে আসি মোর পরবাসী প্রাণনাথে।
বিক্রমের ফল পাইয়াছ হাতে হাতে॥
দেখিয়া অবলা মোরে নাথহীন ক্ষীণ।
তাই কি সুশাণ বাণ হান প্রতিদিন॥

অতএব ধিক্ তোমা ধিক্ তব প্রাণ।
ধিক্ ধনু ধিক্ জনু ধিক্ তোর বাণ॥

আপুঙ্খাগ্রমমী শরা মনসি মে মগ্নাঃ সমং পঞ্চ তে
নির্দগ্ধং বিরহাগ্নিনা বপুরিদং তৈরেব সার্দ্ধং মম।
তৎকন্দর্প নিরায়ুধোহসি ভবতা জেতুং ন শক্যঃ পরো
দুঃখী স্যামহমেক এব সকলো লোকঃ সুখং জীবতু॥

শুন ওহে পঞ্চশর, তোমার যে পঞ্চ শর,
হানিয়াছ আমার হৃদয়।
বিরহদহনে দাহ, হইল আমার দেহ,
তব শর সহ হৈল ক্ষয়॥
তবেতো তোমার বৃত্তি, হয়ে গেলো লোপাপত্তি,
কি রূপে করিবে কারে হত।
আমি মরি নাই ক্ষতি, এ দায়েতে অব্যাহতি,
পাইলতো অন্য লোক যত॥

ক্ষীণাংশুঃ শশলাঞ্ছনঃ শশিমুখি ক্ষীনো ন কোপস্তব
স্মেরং পদ্মবনং মনাগপি ন তে স্মেরং মুখাম্ভোরুহম্।
পীতং কর্ণপুটেন ষট্পদরুতং পীস্তং ন তে জল্পিতং
রক্তা শক্রদিগঙ্গনা রবিকরৈর্নাদ্যাপি রক্তাসি কিম্॥

দেখ দেখি শশিমুখি শশি দীপ্তিহীন।
তথাপি তোমার কোপ না হইল ক্ষীণ॥
হের লো প্রফুল্ল যত কমলকানন।
তবু না প্রসন্ন তব কমলবদন॥

ভ্রমরের গুণগুণ ধ্বনি শুনি অই।
তথাপি তোমার বাণী শুনিলাম কই॥
রক্তা হইল পূর্ব্ব দিক্ অরুণকিরণে।
তুমি কেন অনুরক্তা নহ এই জনে॥

নিশেয়ং বাসন্তী কণতি মধুরং কোকিলযুবা
কলানাথঃ পূর্ণঃ পরিণতকলানায়কমুখি।
পদাব্জে কান্তোঽয়ং তদপি কুরুষে মানমধুনা
ন জানীমঃ কা বা সমজনি দশা পুষ্পধনুষঃ॥

একেত বসন্তনিসি, তাহাতে পূর্ণিমাশশি,
কোকিল করিছে কল গান।
দেখ মন্দ মন্দ তায়, বহিছে মলয়বায়,
ওষ্ঠাগত বিরহীর প্রাণ॥
তাহে তোর পায় ধরে, পতি কতি নতি করে,
তবু না মিটিল তুয়া মান।
না জানি মদনে বুঝি, কি দশা ঘটেছে আজি,
তাই তার এত অপমান॥

কোপস্ত্বয়া যদি কৃতো ময়ি পঙ্কজাক্ষি
সোঽস্তু প্রিয়স্তব কিমত্র বিধেয়মন্তি।
আশ্লেষমর্পয় মদর্পিতপূর্ব্বমুচ্চৈ-
রুচ্চৈঃ সমর্পয় মদর্পিতচুম্বনঞ্চ॥

ক্রোধভরে যদি মোরে ত্যজ অকারণ।
সাধ্য কি লো সুধামুখি কি করি এখন॥

থাক সুখে রাখ বুকে আপনার মান।
যা থাকে অদৃষ্টে মোর করিনু প্রয়াণ ॥
কিন্তু যে দিয়াছি পূর্ব্বে চুম্ব আলিঙ্গন।
সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ লো এখন ॥

• সুতনু বিতনু বাচং মুঞ্চ বাচং যমত্বং
প্রণয়িনি ময়ি কোপং কিঙ্করে কিং করোষি।
যদি মৃগদৃশমন্যাং চেতসা চিন্তয়ামি
তদিহ কুচমহেশং তাবকীনং স্পৃশামি ॥

শশিমুখি কহ কথা ক্রোধ কর ত্যাগ।
প্রভু কভু কিঙ্করে কি করে এত রাগ ॥
যদি তোমা ভিন্নে কভু হই কুতুহলী।
কহ কুচশম্ভুশিরে হাত দিয়া বলি ॥

স্নিগ্ধমালপসি রুক্ষমেব বা ত্বৎকথৈব ননু মে রসায়নম্।
শীতলং সলিলমুষ্ণমেব বা পাবকং হি শময়েদসংশয়ম্ ॥

মিষ্ট বাক্য কহ কিংবা কটু কহ প্রাণ।
সকলি আমার পক্ষে অমৃত সমান ॥
সলিল শীতল কিংবা উষ্ণ যদি হয়।
অনল নির্ব্বাণ করে ইথে কি সংশয় ॥

দাসে কৃতাগসি ভবত্যুচিতঃ প্রভূণাং
পাদপ্রহার ইতি সুন্দরি নাত্র দূয়ে।
উদ্যৎকঠোরপুলকাঙ্কুর কণ্টকাগ্রৈ-
র্যদ্ভিদ্যতে মৃদু পদং ননু সা ব্যথা মে ॥

দাস যদি দোষ করে, প্রভু তার কেশে ধরে,
পদাঘাত করে সে উচিত।
অতএব কেশে ধর, চরণ প্রহার কর,
ইথে প্রিয়ে নহি খেদান্বিত।
কিন্তু এই ভাবি মনে, ও চরণ পরশনে,
রোমাঞ্চিত হৈবে মম কায়।
তাহার কঠিন ঘায়, কি জানি কি ঘটে দায়,
বাজে বাজে তব রাঙ্গা পায়॥

প্রে[illegible]ব মাস্তু যদি চেৎ পথিকেন নৈব
স্যাচ্চেত্তদা গুণবতা ন সমং কদাপি।
তত্রাপি চেন্ন পুনরস্তু কদাপি ভঙ্গো
ভঙ্গে পুনর্ভবতু বশ্যমবশ্যমায়ুঃ॥

সজনি পিরীতি যেন কারু নাহি হয় লো।
যদি হয় তথাচ পথিকসনে নয় লো॥
তথাপি সে যেন নাহি হয় গুণময় লো।
যদি তাই ঘটে যেন নাহি হয় ক্ষয় লো॥
যদিও কপালক্রমে হয় ভঙ্গ ভয় লো।
তবে যেন পরমায়ু বশীভূত রয় লো॥

মা ভূৎ প্রেম তথাবিধং তদপি চেন্মা ভূদ্বিয়োগব্যথা
সাপি স্যাদথ জীবিত ক্ষণমপি ত্বং মা বিলম্বং ভজেঃ।
ইত্যেবং সখি শঙ্কয়া প্রতিদিনং যদাস্ময়া চিন্তিতং
তত্তন্মে মলিনাশয়েন বিধিনা সর্ব্বং বিপর্য্যাসিতম্॥

প্রেম নাহি হয় যেন, তবু যদি হয় হেন,
বিচ্ছেদযন্ত্রণা যেন, নাহি হয় সহিতে।
যদিও বিচ্ছেদ হয়, প্রাণ যেন নাহি রয়,
মনে মনে বড় ভয়, পাছে হয় দহিতে॥
ভয়ে ভয়ে এইমত, ভাবিয়াছিলাম যত,
হিতে হৈল বিপরীত, বুক ফাটে কহিতে।
উহু হু দারুণ বিধি, মোরে দিল নিরবধি,
সেইত যাতনা আদি, চির দিন বহিতে॥

মাভূজ্জন্ম কুলস্ত্রীণাং জন্ম চেদ্যৌবনং নহি।
যৌবনং চেন্নতু প্রেম প্রেম চেদ্বিরহো নহি॥

কূলবধূ হয়ে যেন জন্ম নাহি ঘটে॥
তথাচ কদাচ যেন যৌবন না যোটে॥
তবু কভু প্রেম না করিতে যেন হয়।
প্রেম হৈলে বিচ্ছেদে না ঘটে যেন ভয়॥

জন্মৈব মাস্তু যদি চেন্ন নিতম্বিনীনাং
তত্রাপি চেদহহ নৈব কুলাঙ্গনানাম্।
হা ধিগ্বিধে কুলবধূরথবা ভবেয়ং
মাভূৎ পুনঃ পরবশো মনসোঽভিলাষঃ॥

রমণী জনম যেন আর কেহ লয় না।
তথাপিও যেন কেহ কুলবধূ হয় না॥
যদি কুলবধূ হয় প্রেম যেন করে না।
যদি করে যেন পরাধীন হয়ে মরে না॥

অদৃষ্টে দর্শনোৎকণ্ঠা দৃষ্টে বিচ্ছেদ ভীরুতা।
নাদৃষ্টেন ন দৃষ্টেন ভবতা লভ্যতে সুখম্ ॥

না দেখিলে দেখিতে ব্যাকুল চিত্ত হয়।
হেরিলে পুনশ্চ ঘটে বিচ্ছেদের ভয়।
একি দেখি সুধামুখি প্রেমের কৌতুক।
না হেরিলে দুঃখ পুন হেরেও অসুখ ॥

প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং প্রিয়সখৈরস্রৈরজস্রং গতং
ধৃত্যা ন ক্ষণমাসিতং ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তুং পুরঃ।
যাতুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে সর্ব্বে সমং প্রস্থিতা
গন্তব্যে সতি জীবিত প্রিয়সুহৃৎসার্থঃ কিমু ত্যজ্যতে ॥

প্রাণনাথ যাবে বলে, বলয় গিয়াছে চলে,
নিবারিত নারি বারি আঁখি হৈতে যেতেছে।
ধৈর্য্য সেই বার্ত্তা পেয়ে, অগ্রে গেছে ব্যগ্র হয়ে,
মন সেই সঙ্গে যেতে আগে ভাগে মেতেছে ॥
শুন ওরে শুন প্রাণ, প্রিয় পরবাসে যান,
সখিভাবে সঙ্গে যেতে সঙ্গিগণে সেজেছে।
তুমি যদি বঁধু সনে, যাবে হেন আছে মনে,
তবে আর শুভকার্য্যে ব্যাজ কেন হতেছে ॥

যদি গন্তাসি গমিষ্যাসি মা বদ যামি যামীতি।
আপাতকুলিশপাতাদ্ব্যথয়তি ঘোষস্তু মর্ম্মাণি ॥

একান্ত যদি হে কান্ত যাবে দেশান্তর।
যাই যাই আর বলো না হে নিরন্তর ॥

আপাতত বজ্রপাত মস্তকেতে সয়।
পতনের শব্দে কিন্তু মর্ম্মান্তিক হয়॥

মনাগপি ন শোচামি তব বক্ষোদর্শনাৎ।
অপি প্রিয়তমাঃ প্রাণাঃ কেষাং নয়নগোচরাঃ॥

প্রবাসে যাইবে তুমি না পাব দেখিতে।
ইথে ক্ষণমাত্র খেদ নহে মম চিতে॥
দেখ প্রাণসম প্রিয়তম কেবা আছে।
তারে কবে কোন জন চক্ষে দেখিয়াছে॥

ত্বং দূরমপি গচ্ছন্তী হৃদয়ং ন জহাসি মে।
দিনাবসানে ছায়েব পুরোমূলং বনস্পতেঃ॥

ওলো ধনি তুমি যদি দূরান্তরে রও।
অন্তর হইতে কিন্তু অন্তরিত নও॥
দিন অবসানে যথা বিটপীর ছায়।
দূরে যায় বটে কিন্তু নাহি ছাড়ে তায়॥

স্মরসি ত্বময়ে বক্ষো ন পুনস্ত্বাং স্মরাম্যহম্।
স্মরণং চেতসো ধর্ম্মশ্চিত্তস্তু ভবদন্তিকে॥

অবিরত নাথ মোরে করিছ স্মরণ।
তোমাকে স্মরণ নাহি করে মম মন॥
স্মরণ চিত্তের ধর্ম্ম শুন গুণধর।
সে চিত্ত তোমার পাশ থাকে নিরন্তর॥

শ্বাসা এব নতভ্রুবো ন গণিতাঃ কে নাম ঝঞ্ঝানিলা-
স্তীর্ণা বাষ্পপরম্পরৈব সরিতাং বৃন্দেষু কঃ সম্ভ্রমঃ।

ষোঢ়া কাচন দৃষ্টিরেব কিয়তী বজ্রাভিঘাতব্যথা
প্রেমৈবায়মুপেক্ষিতো ননু সখে প্রাণেষু কোঽনুগ্রহঃ ॥

যদি তার দীর্ঘশ্বাস বাধা নাহি মেনেছি।
তবেত ঝঞ্ঝনাবায়ু তৃণ হেন গণেছি ॥
যদি তার নিরাধারা নেত্রধারা দেখেছি।
তখন নদীর নীরে ভয় কি হে রেখেছি ॥
কাতর কটাক্ষ তার যদি লক্ষ করেছি।
তবে কি বজ্রের ভয় মনে আর ধরেছি ॥
এহেন তাহার প্রেম যদি ছেড়ে রয়েছি।
তখন কি আর ছার প্রাণে আশা লয়েছি ॥

মৎপাণিং নিজপাণিনা বত শিরস্যাধায় যৎ শূচিতং
বারংবারমুবাচ বারবচঃ শ্রুত্বাপি তন্ন শ্রুতম্।
পশ্চাৎ কাতরতারকেণ নয়নেনালোকিতং যত্তয়া
তৎ সংস্মৃত্য সখে সখেদমধুনা চেতো দ্বিধা জায়তে ॥

ধরি মম দুটি করে, যতনে রাখিয়া শিরে,
কত যে মাথার কিরে, দিয়া মানা করিল।
পশ্চাৎ বুঝিয়া সার, যেওনা যেওনা আর,
বলে কত বার বার, বসনেতে ধরিল ॥
অনন্তর ধীরে ধীরে, কেবল নয়ননীরে,
মোর পানে ফিরে ফিরে, চেয়েমাত্র রহিল।
সে সব সাক্ষাতে দেখে, আইনু তাহারে রেখে,
তথাপি হৃদয় দুখে, দ্বিধা নাহি হইল ॥

নিবেদিতব্যং সখি বৃত্তমেতৎ
নাথে চিরপ্রোষিতভর্ত্তৃকায়াঃ।
বর্ষাসু ধারাধরমুক্তনীরাৎ
ভীতোঽবিশৎ স্বান্তপুরং কৃশানুঃ॥

যাহ দেখি সখি তাহার কাছে।
জান হে সে জন কেমন আছে॥
মোর কথা যদি জিজ্ঞাসে তবে।
সাবধানে সখি ইহাই কবে॥
পাবক পাইয়া বরিষাভয়।
পশিয়াছে আসি মম হৃদয়॥

বিজ্ঞপ্তিরেষা মম জীববন্ধো
তত্রৈব নেয়া দিবসাঃ কিয়ন্তঃ।
সম্প্রত্যযোগ্যস্থিতিরেষ দেশঃ
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি॥

ওহে প্রিয়তম মম এই নিবেদন।
সেই দেশে কিছুকাল কর হে যাপন॥
সম্প্রতি এ দেশে থাকা হইয়াছে ভার।
হিমকরে দাহ করে কি কহিব আর॥

নৈতৎ প্রিয়ে চেতসি শঙ্কনীয়ং
করা হিমাংশোরপি তাপয়ন্তি।
বিয়োগতপ্তং হৃদয়ং মদীয়ং
তত্র স্থিতা ত্বং পরিতাপিতাসি॥

ওলো ধনি কেন হেন পাইয়াছ ভয়।
হিমকরে দাহ করে একি কভু হয়॥
তব বিরহেতে তপ্ত মম বক্ষস্থল।
তাহাতে থাকিয়া তুমি তাপিতা কেবল॥

ভিত্তেরুপরি মৃগাক্ষী বপুরভিলিখ্য প্রিয়স্য নিঃশেষম্।
তচ্চিরবিরহে দীনা শঙ্কিতগমনা ন নির্মমে চরণৌ॥

চিরবিরহিণী ধনী পতিরে দেখিতে।
আরম্ভিল প্রতিমূর্ত্তি পটেতে লিখিতে॥
কি জানি এও বা পাছে করিবে গমন।
এই ভয়ে কেবল না গঠিল চরণ॥

যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তাঃ সখি যোষিতঃ।
অস্মাকন্তু গতে নাথে গতা নিদ্রা চ বৈরিণী॥

অন্য ত নারীর পতি পরবাসে যায় লো।
ভাগ্যগুণে স্বপনে কে না দেখে তাহায় লো॥
কেমন কপাল মোর ভাবি আমি তাই লো।
যে অবধি পতি গেছে নিদ্রা আর নাই লো॥

অশোক ইতি রোপিতঃ স্ফুটমুদেতি শোকদ্রুমঃ
পিকীতি পরিপালিতা গিরতি হন্ত হালাহলম্।
সুধাংশুরিতি বীক্ষিতো দহতি চক্ষুরিন্দীবরং
ননীতিরনুমীয়তে কুশলহেতুরেণীদৃশঃ॥

অশোক জানিয়া রূপে ছিলাম যতনে।
কে জানে এতেক শোক ফলিবে এক্ষণে॥

কোকিলা বলিয়া পুষে ছিলাম উহারে।
আগে কে জানিত হেন গরল উগারে ॥
সুধাকর বলে চেয়ে ছিলাম উহায়।
কে জানে অনলপ্রায় পোড়াবে আমায় ॥
অতএব সখি একি অলক্ষণ রীত।
সকলি হতেছে ক্রমে হিতে বিপরীত ॥

স্বহস্তার্জ্জিতমল্লীনাং মধুপাঃ প্রাণহারকাঃ।
আক্ষেপবিষয়াঃ কিং নস্তে তে পরভৃতাদয়ঃ ॥

আমার মল্লিকামধু খেয়ে অলিগণ।
আমারি করিতে চাহে জীবন হরণ ॥
ইথে কোকিলেরে আর কি দিব দূষণ।
সহজে সখি যে তারা পরভৃতগণ ॥

আলি বালিশতয়া বলিরস্মৈ দীয়তে বলিভুজে ন হুশায়।
এষ এব কুহুকণ্ঠিশিশূনাং কৌশলেষু পরমেব নিদানম্ ॥

কেন সখি মোর মাথাটি খেলে।
কি বুঝে কাকেরে ভোজন দিলে ॥
ঐতো যতেক জ্বালার মূল।
বিরহিজনার মজায় কুল ॥
ও যদি পিকেরে পাঠ না দিতো।
তারা কি বিরহিবধ শিখিতো ॥

উদঞ্চতি নিশাপতির্বহতি গন্ধবাহো মুহুঃ
কুহূরিতি কুহূরিতি ধ্বনিরনীতিরুজ্জৃম্ভতে।

কুপথ্যমিদমুৎকটং তদহি সঙ্কটে সা সখী
ন জীবতি ন জীবতি প্রিয়বিয়োগরোগাকুলা ॥

উদয় হইল বিধু, তাহে বায়ু বহে মৃদু,
কুহু মুহু ডাকে বাধা মানে না গো মানে না ॥
সে ধনী নবীনবালা, ঘটেছে নবীনজ্বালা,
বিরহ কেমন কভু জানে না গো জানে না ॥
কেমনে বাঁচিবে সখী, কুপথ্য সকলি দেখি,
বুঝি আর এ যাতনা ঘোচে না গো ঘোচে না।
উপায় না দেখি আর, সখী বুঝি এই বার,
বিরহ বিষম জ্বরে বাঁচে না গো বাঁচে না ॥

পিক বিধুস্তব হন্তি সমং তম-
স্ত্বমপি চন্দ্রবিরোধিকুহূরবঃ।
তদুভয়োরনিশং হি বিরোধিতা
কথমহো সমতা মম তাপনে ॥

তব সম বলে, বিধু তম ছলে,
ওহে পিক তোমা বধিতে চায়।
তুমিও তাহার, কর প্রতিকার,
কুহু বলে ডাক নাশিতে তায় ॥
এই রূপে কর, দ্বন্দ্ব পরস্পর,
দিবানিশি তার বিরাম নাই।
আমার সময়, মিলিয়া উভয়,
কেন হে জ্বালাও ভাবি যে তাই ॥

ন যাতশ্চূর্ণত্বং কথমহহ পাথোধিমথনে
নবা ভস্মীভূতঃ স্মরবিজয়িনো নেত্রশিখিনা।
শশাঙ্ক স্বর্ভানোরপি কবলনাজ্জীবসি যতো
দুরাত্মা দীর্ঘায়ুর্ভবতি যুগধর্ম্মোঽয়মধুনা ॥

সমুদ্রমথনে মহামন্দরপতনে।
না হইয়া চূর্ণ পুন বেঁচে আছ প্রাণে ॥
হরের নয়নে হেন বিষম দহন।
তার সহ থেকে দেহ নহিল নিধন ॥
রাহু গ্রাস করে তোরে একি চমৎকার।
তাহে নহে মৃত্যু ফিরে এসো আর বার ॥
ওরে বিধু বিশেষ বুঝিনু অতঃপরে।
দুরাত্মা দীর্ঘায়ু হয় যুগধর্ম্মে করে ॥

কলঙ্কী নিঃশঙ্কং পরিতপতু শীতদ্যুতিরসৌ
ভুজঙ্গব্যাসঙ্গী বমতু গরলং চন্দনরসঃ।
স্বয়ং দগ্ধো দাহংজনয়তু মনোভূস্ত্বমপি চেৎ
জগৎপ্রাণঃ প্রাণানপহরসি কিন্তে ব্যবসিতম্ ॥

বিধু তো কলঙ্কী বলে, কলঙ্ক ধরেছে গলে,
আমি মলে কি তার অধিক আর পুষিবে।
ভুজঙ্গের সঙ্গে থাকা, অঙ্গে তার বিষ মাখা,
চন্দনেদহিছে দেহ কেহ নাহি দূষিবে ॥
নিজে কাম দগ্ধকায়, আমায় দহিতে চায়,
হায় হায় ইথে তায় বল কেবা রুষিবে।

জগৎপ্রাণ নাম ধরে, প্রাণে যদি মার মোরে,
ওহে বায়ু এ কলঙ্ক কেবা নাহি ঘুষিবে ॥

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিবা।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়তমেন ন যত্র সমাগমঃ ॥

বরং দিবস ভালো নিশা যেন হয় না।
অথবা নিশাই ভালো দিন যেন রয় না ॥
কিংবা এ উভয় সখি প্রাণে আর সয় না।
প্রিয় বিনে আর মনে কিছু ভাল লয় না ॥

যাবদ্যাবদ্ভবতি কলয়া মাংসলোঽয়ং সুধাংশু-
স্তাবত্তাবৎ প্রতিদিনমসৌ ক্ষীয়তে পঙ্কজাক্ষী।
মন্যে ধাতা রচয়তি বিধুং কান্তিসারৈস্তদীয়ৈ-
স্তস্মাদ্যাবৎ সুভগ ন ভবেৎ পূর্ণিমা তাবদেহি ॥

যত যত বিধুকলা বাড়ে প্রতিদিন।
তেমতি সে ধনী দিন দিন হয় ক্ষীণ ॥
ইথে অনুমানি বুঝি তার কান্তি লয়ে।
বিধি সুধাকরে করে সাবধান হয়ে ॥
অতএব গুণময় চল এই বেলা।
যাবৎ না হয় শশধর পূর্ণকলা ॥
নতুবা পূর্ণিমা হৈলে পূর্ণ হবে শশী।
তনু শেষ হয়ে শেষ মরিবে রূপসী ॥

সমন্তাদুদ্ভ্রান্তস্তব বিরহদাবাগ্নিশিখয়া
কৃতোদ্বেগঃ পঞ্চাশুগমৃগযুবেধব্যতিকরৈঃ।
তনুভূতং তাবত্তনুবনমিদং হাস্যতি হরে
হঠাদদ্য শ্বো বা মম সহচরী প্রাণহরিণঃ॥

তোমার বিরহদাহে, সদা দেহবন দহে,
ব্যাকুল হইয়া ভয়ে ক্ষণ স্থির হয় না।
মদন মৃগয়ু তায়, ধনুর্ব্বাণ লয়ে ধায়,
সদাই বধিতে চায় প্রাণে আর সয় না॥
তনুবন জ্বলে গেলো, দিন দিন ক্ষীণ ভেলো,
মদনের ভয়ে আর থাকিতে হে চায় না।
আজি কালি মধ্যে সবে, দেহবন ছেড়ে যাবে,
পরাণ-হরিণী তার বুঝি আর রয় না॥

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু ধ্রুবং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত নিতরামেতৎ বরং প্রার্থয়ে।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মসু ধরাতত্তালবৃন্তেহনিলঃ॥

শুন ওহে শুন বিধি, তাহার বিরহে যদি,
পঞ্চত্ব হইল তনু শুন তবে কথাটি।
এই বর মোরে দিবে, পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে,
পুন আর নাহি হবে আছে এই প্রথাটি॥
তার সরোবরে জল, তার পথে ধরাতল,
অঙ্গনে গগন হবে এবে আছে যথাটি।

দর্পণেতে তেজ হবে, তালবৃন্তে বায়ু রবে,
ইহা যদি না করিবে খাবে মোর মাথাটি ॥

স্নাতং বারিদবারিভির্বিরচিতো বাসো ঘনে কাননে
শীতৈশ্চন্দনবিন্দুভির্মনসিজো দেবঃ সমারাধিতঃ ।
নীতা জাগরেণব্রতেন রজনী ব্রীড়া কৃতা দক্ষিণা
তপ্তং কিন্নু তপস্তথাপি স কথং নাদ্যাপি নেত্রাতিথিঃ

ভিজিয়া মেঘের জলে, স্নান করিলাম ছলে,
তার আশে বনে বসে বনবাস করিলাম।
চন্দন মাখিয়া গায়, মনমথ দেবতায়,
মনোমত নানা উপচারে তাঁরে পূজিলাম ॥
জাগি সারা নিশাভাগ, হৈল জাগরণ যাগ,
শেষে কুললাজভয় দক্ষিণাস্ত করিলাম।
কিবা তপ না তপিনু, কিবা জপ না জপিনু,
স্বজনি সে জনে তবু নয়নে না হেরিলাম ॥

উদেতি ঘনমণ্ডলী নটতি নীলকণ্ঠাবলি-
স্তড়িদ্বলতি সর্ব্বতো বহতি কেতকীমারুতঃ।
তথাপি যদি নাগতঃ সখি স তত্র মন্যেঽধুনা
দধাতি মকরধ্বজস্ত্রুটিতশিঞ্জিনীকং ধনুঃ ॥

সজলজলদগণ, ব্যাকুল করায় মন,
তাহে আরো তার কোলে তড়িতের রেখা লো।
কেতকী-বনের বায়, মন্দ মন্দ বহে তায়,
আনন্দে ময়ূরগণ ঘন ডাকে কেকা লো।

কি হইবে বল সই, তথাপি সে এলো কই,
হেন দিনে কেমনে রহিব আমি একালো।
বুঝি মদনের পাছে, ধনুর্গুণ ছিঁড়িয়াছে,
অনুমানি সে জনের তাই নাই দেখালো॥

দাক্ষিণ্যং মলয়ানিলস্য বিদিতং শৈত্যং চ শীতদ্যুতেঃ
পঞ্চেষোঃ কুসুমেষুতা পিকরবে জ্ঞাতা মনোহারিতা।
বিচ্ছেদে তব কে ন মে পরিচিতাঃ প্রাণেশ তত্তৎকথা-
বিস্তারে পুনরপ্রমাণরতি নামব্যাহতেয়ং তনুঃ॥

বায়ুর দাক্ষিণ্য যত, হইয়াছি অবগত,
সুধাকরে সুধা যত জেনেছি হে জেনেছি।
মদনের ফুলবাণ, তাও জেনেছি হে প্রাণ,
পিকবর মধু যত শুনেছি হে শুনেছি॥
তোমার বিরহে সখা, কার না পেয়েছি দেখা,
যে জনা যেমন সবে চিনেছি হে চিনেছি।
অধিকন্তু এই দুখ, ফাটে নাই এই বুক,
তাই এবে মিথ্যাবাদী হতেছি হে হতেছি॥

ভবতু বিদিতং ভব্যালাপৈরলং প্রিয় গম্যতাং
তনুরপি ন তে দোষোঽস্মাকং বিধিস্তু পরাঙ্মুখঃ।
তব যদি তথাভূতং প্রেম প্রপন্নমিমাং দশাং
প্রকৃতিচপলে কা নঃ পীড়া গতে হতজীবিতে॥

যাও হে ভব্যতা যত, জানা গেছে প্রাণনাথ,
মিছে বাক্য ব্যয়ে আর কাজ নাই কাজ নাই।

বিধাতা বিমুখ হলে, সকলি কপালে ফলে,
ইথে তব কিছুমাত্র দোষ নাই দোষ নাই ॥
যদি তব সেই প্রেমে, এ দশা ঘটিল ক্রমে,
চির দিন প্রাণে যদি সবে তাই সবে তাই।
তবেত চপলাপ্রায়, পোড়া প্রাণ যদি যায়,
তাহে কি ভাবিব দুখ বল তাই বল তাই ॥

অনালোচ্য প্রেম্নঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃৎ-
স্ত্বয়াহকাণ্ডে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সী কৃতঃ।
সমাকৃষ্টা হ্যেতে প্রলয়দহনোদ্ভাসুরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ ॥

মানা করিয়াছি কতি, না মেনে মো সবাপ্রতি,
না জেনে প্রেমের গতি কেন মান সাধিলি।
অনর্থ গাইলি দোষ, সে জনে করিলি রোষ,
পায়ে ধরে সেধেছিল তবু নাহি চাহিলি ॥
এবে হত মান ভেলো, সে জন চলিয়া গেলো,
এখন কেন লো বড় কান্দিতে যে লাগিলি।
কি হবে ভাবিলে তার, কি হবে কান্দিলে আর,
জ্বলন্ত অঙ্গার জেনে কেন হাতে ধরিলি ॥

কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে
শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধির্বিদধে রমণীমুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ ॥

নলিনী মলিনী হয় যামিনীর যোগে।
দ্বিজরাজ হীনসাজ দিবসের ভাগে॥
ইহা দেখে বিধি কৈল রমণীর মুখ।
দিবারাতি সমভাতি দৃষ্টিমাত্রে সুখ॥
অতএব একবারে বিজ্ঞ হওয়া ভার।
দেখিয়া শিখিয়া হয় নৈপুণ্য সবার॥

ঝটিতি প্রবিশ গেহং মা বহিস্তিষ্ঠ কান্তে
গ্রহণসময়বেলা বর্ত্ততে শীতরশ্মেঃ।
অয়ি সুবিমলকান্তিং বীক্ষ্য নূনং স রাহু-
গ্রসতি তব মুখেন্দুং পূর্ণচন্দ্রং বিহায়॥

শুন সুবদনি ওহে, ঝটিতি প্রবিশ গৃহে,
বাহিরে ক্ষণেক আর থেক না হে থেক না।
গ্রহণের কাল পেয়ে, রাহু আসিতেছে ধেয়ে,
উহা পানে আর চেয়ে দেখ না হে দেখ না॥
ওতো নিজে মূর্খ রাহু, প্রসারি আসিছে বাহু,
কাজ কি উহার ভয় রেখ না হে রেখ না।
হেরি তব মুখশশী, পাছে কি গ্রাসিবে আসি,
অনর্থ পরের দায়ে ঠেক না হে ঠেক না॥

অয়ি চেলাঞ্চলেনাদ্য কল্যাণি মুখমাবৃণু।
বুধবিহিতকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তু মুনিপুঙ্গবাঃ॥

ওলো বিধুমুখি ক্ষণেক ব্যপে।
মুখবিধুখানি রাখহে ঝেঁপে॥

ঋষিগণে অমানিশির কাজ।
করিবে ক্ষণেক করলো ব্যাজ॥
নতুবা খুলিলে বদনখানি।
কেমনে হইবে অমারজনী॥

তন্বি ত্বদধরস্বাদং নাবিদন্নবিদো জনাঃ।
বসুধায়াঃ সুধাভাবাদ্বৃথা স্বর্গং যিযাসবঃ॥

তোমার অধরে ধনি যে মধুর স্বাদ।
নিগূঢ় না জেনে মূঢ় জনে করে বাদ॥
যদি কেহ এক বার ও রস জানিত।
তবে সুধা আশে স্বর্গে যেতে কি চাহিত॥

রমণীমধুরাধরমধুমধুরিমগরিমাণ মজ্ঞাসীৎ।
হরিরেব যৎ সুরেভ্যো দত্তামৃতমিন্দিরাং কৃতবান্॥

নারীর মধুরাধরে যে রস সকল।
মরি সে হরি সে সব জানেন কেবল॥
সমুদ্রমন্থনে সুধা দিয়ে অন্য সভে।
নিজে লক্ষ্মী লইলেন অধরের লোভে॥

অমৃতমমৃতং কঃ সন্দেহো মধূন্যপি নান্যথা
মধুরমধিকং চূতস্যাপি প্রসন্নতরং ফলম্।
সকৃদপি পুনর্মধ্যস্থঃ সন্ রসান্তরবিজ্জনো
বদতু যদিহান্যৎ স্বাদু স্যাৎপ্রিয়ারদনচ্ছদাৎ॥

অমৃত অমৃত বটে নাহিক সন্দেহ।
মধু সে মধুর বটে মিথ্যা নহে সেহ॥

সত্য রসালের ফলে মধুর আস্বাদ।
ইথে কিছু কদাচ নাহিক মোর বাদ ॥
মধ্যস্থ হইয়া কিন্তু বল দেখি ডেকে।
প্রিয়াধর হৈতে যদি কিছু মিষ্ট থাকে ॥

শিখরিণি ক নু নাম কিয়চ্চিরং
কিমভিধানমসাবকরোত্তপঃ
সুমুখি যেন তবাধর পাটলং
দশতি বিম্বফলং শুকশাবকঃ ।।

কোন গিরিমূলে, কিবা তরুতলে,
বল কত কালে, কি তপ করে।
তবাধরমত, বিম্বফল যত,
এই শুকসুত, সুখে বিদরে ॥
মোরে লো ললনা, সে সব বল না,
কর না ছলনা, হও না বাম।
আমি সেই জপ, করে সেই তপ,
এ বারে মনের পূরাব কাম ॥

আদৌ বাগমৃতং ততো মুখশশী লাবণ্যলক্ষ্মীস্ততো
মত্তৈরাবতকুম্ভসন্নিভকুচৌ জাতানাস্থমুনি ক্রমাৎ।
ইথং যন্নবযৌবনাব্ধিমথনাৎ বালাবপুর্বারিধে-
র্জাতং যচ্চ কটাক্ষবীক্ষণবিষং সহ্যং ন শম্ভোরপি ।।

প্রথমতঃ বাক্যরূপ অমৃত উঠিল।
তাহার পশ্চাতে মুখশশী দেখা দিল ॥

লাবণ্যস্বরূপ লক্ষ্মী তাহার পশ্চাতে।
ঐরাবতকুম্ভবৎ কুচ তার সাথে ॥
যৌবনমন্দরগিরি করিয়া মন্থন।
অবলাসমুদ্রে ক্রমে হৈল উত্থান ॥
কিন্তু যে কটাক্ষবিষ উঠিল তৎপর।
অন্যে কি কহিব নিজে মোহিত শঙ্কর ॥

কুটিলাক্ষি কটাক্ষেণ নাত্মানমবলোকয়।
অসিনৈব বিজানাতি লৌহকারজনির্ম্মম ॥

কটাক্ষসন্ধানে, আপনার পানে,
ওলো সুলোচনে চেওনা চেওনা চেওনা।
উহার বেদনা, তুমিত জান না,
অনর্থ বেদনা পেওনা পেওনা পেওনা ॥
ও যে খরতর, নয়নের শর,
কেবা আত্মপর জানে না জানে না জানে না।
পড়িলে রূপসি, খরধার অসি,
কামার বলিয়া মানে না মানে না মানে না ॥

লোচনে হরিণগর্ব্বমোচনে
মা বিভূষয় কৃশাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
শুদ্ধ এব যদি জীবহারকঃ
সায়কো হি গরলৈর্ন্ন লিপ্যতে ॥

সুধু সুধামুখি নয়নে তব।
যদি যুবজনা মোহিত সব ॥

তবে বল দেখি কি ফল দেখে।
উজ্জ্বল করিছ কজ্জল মেখে॥
সুধু শরে যদি জীবন হরে।
কি ফল গরল মাখিয়া তারে॥

দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে হরিণায়তলোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরালোকে বিষস্য বিষমৌষধম্॥

ওলো ধনি পুন আর একটি বার চাও লো।
বাঁচি কি না বাঁচি ইথে বুঝে যাই তাই লো॥
কিন্তু শুনিয়াছি পুরাতন লোকে কয় লো।
বিষের ঔষধ বিষ বিষে বিষ ক্ষয় লো॥

কামিনীজনমনোজ্ঞনাসিকা-
চারুতা কিমু শুকেন চোরিতা।
পঞ্জরে যদিদমস্য গঞ্জনং
নান্যথা নিরপরাধবন্ধনম্॥

কামিনীজনার নাসার ছবি।
শুক বুঝি চুরি করেছে ভাবি॥
নহিলে বল না পঞ্জরে ভরে।
কি দোষে সকলে রাখে তাহারে॥

নূনং হি তে কবিবরা বিপরীতবোধা
যে নিত্যমাহুরবলা ইতি কামিনীনাম্।
যাভির্বিলোলতরতারকদৃষ্টিপাতৈঃ
শক্রাদয়োঽপি বিজিতাস্ত্ববলাঃ কথং তাঃ॥

কবিগণ বুদ্ধিহীন বুঝিলাম মনে।
কি বুঝে অবলা তারা বলে বালাগণে॥
যাহারা ঈষৎ মাত্র কটাক্ষবীক্ষণে।
ইন্দ্র আদি দেবচয় জয় করে ক্ষণে॥
তারা যদি বলহীন অবলা রমণী।
তবে কারে বলী বলা যায়তো না জানি॥

কেচিৎ পঙ্কজকোরকৌ কতিপয়ে স্ফীতৌ রথাঙ্গাঙ্গজৌ
কেচিৎ স্বর্ণবসুন্ধরাধরসুতৌ কে নাম বক্ষোরুহৌ।
তস্যাঃ কাঞ্চনমঞ্জরীবরতনোর্লাবণ্যবারাং নিধা-
বুন্মজ্জন্নবযৌবনস্য করিণঃ কুম্ভাবিত ব্রূমহে॥

তব এই কুচদ্বয়, কমলকলিকা হয়,
কেহ কয় হেমময় গিরিবর দুটিলো।
কেহ বলে কুতূহলে, চক্রবাক্ বক্ষঃস্থলে,
কেহ কহে কিছু নহে ও যে স্তন দুটী লো॥
কিন্তু এ সকল বৃথা, সকলি কথার কথা,
শুন লো সুন্দরি তবে আমি বলি খাঁটি লো।
তব তনুসিন্ধুমাঝ, যৌবনদ্বিরদরাজ,
পড়িয়াছে সেই করিকুম্ভযুগ উটি লো॥

কুচাবস্যাঃ কোকৌ করিকরভকুম্ভাবিতি পরে
বদন্ত্যন্যে বক্ষঃসরসি কমলে কাঞ্চনঘটৌ।
অসৌ মে রাদ্ধান্তঃ স্ফুরতি মদনেন ত্রিজগতীং
বিনির্জিত্য স্থাপীকৃতমিব নিজং দুন্দুভিযুগম্॥

ধনি তব কুচদ্বয়, কেহ চক্রবাক্ কয়,
করি শিশুকুম্ভযুগ অন্য জনে কয় লো।
হৃদি সরোবর জলে, কমলকলিকা বলে,
কেহ বলে কনকঘটিত ঘটদ্বয় লো॥
কিন্তু মোর মনে লয়, এ সব কিছুই নয়,
ত্রিভুবন মদন করিয়া ধনি জয় লো।
বিজয়দুন্দুভি সেই, উলটি রেখেছে এই,
তোমার হৃদয়মাঝে হেন জ্ঞান হয় লো॥

নায়ং নাভিসরোবরো নচ কুচৌ নৈষা চ রোমাবলী
নির্ণীতং কবিভূষণেন কবিনা যত্তৎ সমাকর্ণয়।
একত্রস্থিতচক্রবাকযুগলাকর্ষায় হর্ষাত্মনা
শ্যামা সপ্তনলী নিলীয় কুহরে কামেন সঞ্চারিতা॥

এত নাভিকূপ, নহে কুচ গিরিরূপ,
নহে এত রোমাবলীশ্রেণী।
শ্রীকবিভূষণে কয়, এ সব কিছুই নয়,
তত্ত্ব কথা শুন আমি জানি॥
কাম হয়ে কুতূহলী, করে লয়ে সপ্তনলী,
বসে নাভিকুহরে গোপনে।
স্তনচক্রবাকদ্বয়, ধরিতে করে আশয়,
রোমাবলী সপ্তনলী হানে॥

একসা রোমনালস্য দ্বে জাতেস্তনপঙ্কজে।
তস্যাধঃ কিঞ্চিদস্তীতি বিভাব্য নিশি নখ্যতে॥

একনালে পঙ্কজযুগল যদি ফলে।
তার নীচে নিধি আছে সকলেতে বলে॥
অনুমানি রমণীজনার বক্ষঃস্থলে।
কুচপদ্ম ধরিয়াছে এক রোমনালে॥
তাই বুঝি বুঝিয়া যতেক যুবজন।
একা বসে নিশিযোগে করয়ে খনন॥

তস্যাঃ শৈশবহরিণো হত ইতি মন্মথকিরাতরাজেন।
নাভিসরোবরকচ্ছে যদজনি রোমাবলীশষ্পম্॥

কিবা শোভা হেরি নাভিসরোবরতীরে।
রোমাবলীতৃণগুলি জন্মিয়াছে ফিরে॥
ইহাতেই অনুমানি মদনকিরাত।
ইহার শৈশব মৃগ করিছে নিপাত॥

মধ্যং হরীণাং নয়নং মৃগীণাং
জহার সা চারুরবং পিকীনাম্।
নচেদমীসাং কথমায়তাক্ষী
সদৈব সঙ্কোচনমাতনোতি॥

কোকিলের মৃদুবাণী, কেশরীর মধ্যখানি,
সুবদনী হরিণীর হরিয়াছে নেত্রটি।
নতুবা সদাই কেন, গোপন করয়ে হেন,
একেবারে নাই যেন দেখিবার যোত্রটি॥

নেয়ং তে মুখমণ্ডলপ্রকৃতিশ্ছায়া ন হারোদ্ভবা
বক্ষোজপ্রতিবিম্বিতং ন সরলে জ্ঞানেহস্য তত্ত্বং প্রিয়ে।

অপ্রাপ্যাননসৌভগং তব শশী মুক্তাঙ্কিতৈর্দামভিঃ
কণ্ঠে হেমঘটদ্বয়ং দধদসৌ পাণীয়মধ্যং গতঃ ॥

মুখ প্রতিবিম্ব বলে, ধনি কি দেখিছ জলে,
ও যে তব বদনের প্রতিবিম্ব নয় লো ॥
জলে যে দেখিছ ছায়া, ও নহে হারের কায়া,
নহে হে সরলে জলে ও যে কুচদ্বয় লো ॥
শুন তবে শুন ধনি, শশী নিজে অভিমানী,
তব মুখ দেখে দুখ পেয়ে অতিশয় লো।
মরিতে করিয়া শ্রয়, গলে বেঁধে কুম্ভদ্বয়,
প্রবেশ করেছে ওই দেখ জলাশয় লো ॥

ক্ষিতৌ রক্তাম্ভোজে তদুপরি চ রম্ভাতরুযুগং
তদূর্দ্ধে চেতোভূকনকময়সিংহাসন মিদম্।
ততো নাস্তে কিঞ্চিৎ তদুপরি সুমেরোঃ শিশুযুগং
ততো রাকানাথঃ শিব শিব বিধেঃ সৃষ্টিরপরা ॥

প্রথমত পদতল, যেন রক্তশতদল,
তদুপরি রম্ভাতরুযুগে কিবা শোভেছে।
তদুপরি কটিমাঝ, আহা মরি কিবা সাজ,
মদনরাজার হেমসিংহাসন সেজেছে ॥
তদুপরি মধ্যস্থান, কিছু নাহি হয় জ্ঞান,
তদুপরি সুমেরুর শিশু দুটি যুটেছে।
শিব শিব একি ধারা, বিধিসৃষ্টি সৃষ্টিছাড়া,
একেবারে সর্ব্বোপরি শশধর উঠেছে ॥

পদন্যাসৈরাসীৎ কমলপরিপূর্ণা বসুমতী
দৃগান্দোলৈরিন্দীবরময়মভূদম্বরতলম্।
স্মিতং মন্দং মন্দং বিরচয় চলাপাঙ্গি চতুরে
ধরায়ামপ্যাস্তাং বিধুমুখি সুধায়াঃ পরিচয়ঃ॥

চরণবিন্যাসে তব হেন জ্ঞান হয়।
যেন হৈল ধরাতল শতদলময়॥
দৃষ্টিমাত্রে সৃষ্টি যেন গগনমণ্ডলে।
হঠাৎ হইল ধনি নীল উতপলে॥
এবে হাস্যমুখি হাস্য কর একটি বার।
বসুধাতে হৌক মেনে সুধার প্রচার॥

ইদন্তে কেনোক্তং কথয় কমলাতঙ্কবদনে
যদেতস্মিন্ হেম্নঃ কটকমিতি ধৎসে খলু ধিয়ম্।
ইদন্তদ্দুঃসাধ্যাক্রমণপরমাস্ত্রং স্মৃতিভুবা
তব প্রীত্যা চক্রং করকমলমূলে বিনিহিতম্॥

ওলো পূর্ণবিধুমুখি, মোরে ভেঙ্গে বল দেখি,
ইহারে বলয় বলে কে তোমারে বলেছে।
কার হেন কথা শুনে, বিশ্বাস করেছ মনে,
তুমিও যেমন ধনি সে তোমারে ছলেছে॥
সত্য তবে শুন ওহে, এ তব বলয় নহে,
তোমা প্রতি রতিপতি অতিতুষ্ট হয়েছে।
জগৎ করিতে জয়, সেই কাম মহাশয়,
তাই তব হাতে এই ব্রহ্ম অস্ত্র দিয়েছে॥

তব নবযৌবনজলধৌ প্রতরতি কলধৌতভূধরদ্বন্দ্বম্।
বিধুমুখি তত্র বিচিত্রং মজ্জতি চিত্তং চিরং যূনাম্॥

তোমার যৌবনসিন্ধু অতি চমৎকার লো।
বুঝিতে না পারি ধনি চরিত্র তাহার লো॥
অতিগুরু সুমেরুযুগল দেখি ভাসিছে।
মম মন অতিলঘু সে কেন লো ডুবিছে॥

ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন
কুন্দেন দন্তমধরং নবপল্লবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ স বিধায় ধাতা
কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ॥

নয়নে কেবল, নীল উতপল,
মুখে শতদল দিয়ে গড়িল।
কুন্দে দন্তপাঁতি, রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন পল্লব দিল॥
শরীর সকল, চম্পকের দল,
দিয়ে অবিকল বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে, ওলো কি কারণে,
পাষাণেতে তব মন গড়িল॥

ওষ্ঠবিম্বরসকাঙ্খিণং মুদা
নাসিকাবিধৃতভূষণচ্ছলাৎ।
বন্ধনীমিব ততান কামিনী
বন্ধিতুং হি যুবচিত্তরং শুকম্॥

নাসায় যে দেখ কনকময়।
ওতো নাসিকার ভূষণ নয়॥

অধরবিম্বের ফল হেরিয়া।
তার রস আসে ভুলিয়া গিয়া॥
যুবশুক পাখি আসিবে বলে।
ফাঁদ কি পেতেছে নথের ছলে॥

এষা ভবিষ্যতি বিনিদ্রসরোরুহাক্ষী
কামস্য কাপি দয়িতা তনুজানুজা বা।
যঃ পশ্যতি ক্ষণমিমাং কথমন্যথাসৌ
কামস্তমস্তকরুণং তরুণং নিহন্তি॥

এ ধনী কামের কামিনী তবে।
অথবা ভগিনী দুহিতা হবে॥
নতুবা যে জন হেরে উহারে।
কাম কেন তারে পরাণে মারে॥

অয়ি মন্মথচূতমঞ্জরি শ্রবণারতচারুলোচনে।
অপহৃত্য মনঃ ক যাসি মে কিমরাজকমত্র বর্ত্ততে॥

ওলো ধনি তব চরিত্র একি।
মন হরে লয়ে যাও যে দেখি॥
একি অরাজক জগতময়।
যার ধন তার ধন কি নয়॥

যাস্যতি যৌবনমচিরাৎ স্তনাবপি নিপতিষ্যতোঽবশ্যম্।
যুবজনবঞ্চনপাপং কেবলমবলে চিরস্থায়ি॥

ভেবেছ কি শুনি, যৌবন এমনি,
চির দিন ধনি, থাকিবে বলে।

এ কুচ কঠিন, নহিবে কি ক্ষীণ,
রবে চির দিন, যাবে না চলে ॥

এ সব ছুটিবে, এ কুচ টুটিবে,
যৌবন ভেটিবে, গৌরব যাবে।
কিন্তু যুবজনা, কর যে বঞ্চনা,
সে পাপে বলনা, কিসে এড়াবে ॥

হে পান্থপুস্তককর ক্ষণমত্র তিষ্ঠ
বৈদ্যোঽসি কিং গণিতশাস্ত্রবিশারদোঽসি।
কেনৌষধেন বদ পশ্যতি মৎপ্রিয়ো মাং
কর্হ্যাগমিষ্যতি পতিঃ স চিরপ্রবাসী ॥

ওহে পথি পুথি ধরিয়া করে।
কোথা যাও কও কিসের তরে ॥
জ্যোতির্জ্ঞ অথ কি বৈদ্যক হও।
মম গৃহে ক্ষণ বিশ্রাম লও ॥
বল দেখি কিবা ওষধিবলে।
পরবাসী পতি আসিয়া মেলে ॥
কিংবা যদি থাকে জ্যোতিষে গতি।
তবে কহ কবে আসিবে পতি ॥

দৃষ্ট্বা তং রতিকোবিদং বরতনুর্নিঃসীমলীলাদৃশা।
নিক্ষিপ্তা নিশিতাঃ কটাক্ষবিশিখা ভ্রূযুগ্মকোদণ্ডতঃ।
আঘাতো ভুজবল্লিবন্ধনগতঃ প্রেমাম্বুধৌ পাতিতো
নিক্ষিপ্তৌ স্তনপর্ব্বতৌ তদুপরীবোম্মজ্জনাশঙ্কয়া ॥

ধনী পথধারে দাঁড়ায়ে থেকে।
দেখিল পরম যুবক একে॥
তখনি একই কটাক্ষশরে।
অমনি রমণী আনিল তারে॥
পরে বাহুলতাপাশে বান্ধিয়া।
প্রেমসাগরেতে দিল ফেলিয়া॥
পশ্চাতে উঠিবে বলিয়া বুকে।
চেপে দিল কুচপর্ব্বত ঠুকে॥

শ্বশ্রূঃ কুপ্যতু বিদ্বিষন্তু গুরবো নিন্দন্তু বা যাতর-
স্তস্মিন্নেব ন মন্দিরে সখি পুনঃ স্বাপো বিধেয়ো ময়া।
আখোরাক্রমণায় কোণকুহরাদুৎফালমাতন্বতী
মার্জ্জারী নখরৈঃ খরৈঃ কৃতবতী কাং কাং ন মে দুর্দ্দশাং।

শাশুড়ি করুন রোষ, গুরুরা দেউন দোষ,
করুক ননদী নিন্দা তারে মেনে পারিব।
তোরি দিব্য যদি সই, জন্ম জন্ম জেগে রই,
তথাপি সে গৃহে আমি শুতে আর নারিব॥
বিড়াল আড়ালে থেকে, হঠাৎ মূষিক দেখে,
লম্ফ দিয়ে যেই পড়ে ভয়ে কম্প পায়লো।
তারা করে মারামারি, লাভ হৈতে আমি মরি,
এই দেখ সেই ছড় লেগে সব গায়লো॥

অন্যোন্যস্য নিরীক্ষণাদপগতা নেত্রাম্বুধে হ্রী স্থিতা
চালাপাঙ্গদনং বিহায় কুচয়োঃ সীমানমালম্বিতা।

গাঢ়ালিঙ্গনতঃ পয়োধরযুগং সংত্যজ্য নীবিং গতা
পত্ত্যুস্তত্র করে গতে ক্বিনভবৎ সা তন্ন জানীমহে ॥

আছিল নয়নকোণে, শুভ উভদরশনে,
নয়ন ত্যজিয়া লাজ বদনেতে পশিল।
পরস্পর আলাপন, হৈল যদি সমাপন,
বদন ছাড়িয়া তবে হৃদিমাঝে আসিল ॥
আলিঙ্গন পরস্পরে, হৃদয় ছাড়িল পরে,
শেষে লজ্জা লজ্জা পেয়ে নাভিহ্রদে বসিল।
তথা হৈতে তাড়া পেয়ে, মুখ দেখাবার ভয়ে,
না জানি কোথায় সে যে পলাইয়ে রহিল ॥

আদৌ মৌলৌ তদনু নয়নে তদ্ধি তস্মান্মুখাব্জে
তস্মাদ্বক্ষোরুহশিখরিণো নীবিবন্ধে ততো হ্রীঃ।
নীবীবন্ধং শ্লথয়তি পুনর্নেত্রমালম্ব্য তস্থৌ
প্রায়ো মন্যে তব সখি হ্রিয়ো নাস্তি লজ্জা কদাপি ॥

প্রথমে শিরসি ছিল, নয়নেতে উত্তরিল,
তথাতে আসিল মুখসরোরুহরাজটি।
পশ্চাৎ ছাড়িয়া মুখ, আরোহি রহিল বুক,
তৎপরে তোমার লজ্জা গেলো কটিমাঝটি ॥
যদি বহু পরিশ্রমে, নিতম্ব ছাড়িল ক্রমে,
পুন নেত্র আরোহিল যেই হৈল কাজটি।
শুন ওলো সুবদনি, ইথে এই অনুমানি,
তোমার লজ্জার বুঝি নাই মূলে লাজটি ॥

ক ভ্রাতশ্চলিতোঽসি বৈদ্যকগৃহং কিন্তত্র শান্ত্যৈ রুজাং
কিন্তে নাস্তি সখে গৃহে প্রিয়তমা সর্ব্বং রুজং হন্তি যা।
বাতশ্চেৎ কুচকুম্ভমর্দ্দনবশাৎ পিত্তঞ্চ বক্ত্রামৃতাৎ
শ্লেষ্মাণং বিনিহন্তি হন্ত সুরতব্যাপারকেলিশ্রমাৎ ॥

কোথায় চলেছ ভাই, বৈদ্যের গৃহেতে যাই,
কি কারণে বৈদ্যগৃহে চলেছ হে বলনা।
তব গৃহে মনোরমা, নাহি কি হে প্রিয়তমা,
সব পীড়া শান্তি হবে তারি কাছে চল না ॥
যদি বায়ুবৃদ্ধি হয়, ভাঙ্গ কুচকুম্ভদ্বয়,
পিত্ত বেড়ে থাকে যদি মুখমধু চাখ না।
শ্লেষ্মা পীড়া যদি থাকে, ঔষধে কি কাজ রাখে,
এক বার রমণ করিয়া কেন দেখ না ॥

আপক্কতা শিরসি মে ত্রিবলী কপোলে
দন্তাবলী বিগলিতা ন চ মে বিষাদঃ।
এনীদৃশো যুবতয়ঃ পথি মাং নিরীক্ষ্য
তাতেতিভাষণপরাঃ স চ বুজ্রপাতঃ ॥

কেশগুলা পাকিয়াছে, দন্ত অন্ত হইয়াছে,
কপোলে হয়েছে বলি তায় খেদ নাই হে।
কিন্তু যে যুবতী জনা, করে পিতা সম্ভাষণা,
সেই যেন বক্ষে লক্ষ শূলব্যথা পাই হে ॥

গতাগতকুতূহলং নয়নয়োরপাঙ্গাবধি
স্মিতং কুলনতভ্রুবামধর এব বিশ্রাম্যতি।
বচঃ প্রিয়তমশ্রুতেরতিথিরেব কোপক্রমঃ
কদাচিদপি চেত্তদা মনসি কেবলং মজ্জতি

গমনাগমন খেল, নয়নে নয়নে মেল,
ইহা বিনে আপনি কখন কোথা যায় না।
সুধামাখা মৃদু হাস, অধরে তাহার বাস,
পতি বিনে তাহার আভাস কেহ পায় না॥
বাক্য অমৃতের পাত্র, পান করে পতিমাত্র,
অন্যের পাবার যোত্র কদাপিও হয় না।
যদি কভু হয় কোপ, অমনি অমনি লোপ,
কুলরমণীর মনে কভু তাহা রয় না॥

সঞ্চারো রতিমন্দিরাবধি সখীকর্ণাবধি বাঙ্গতং
হাস্যাঞ্চধরপল্লবাবধি মহামানোপি মৌনাবধিঃ।
চেতঃ কান্তসমীহিতাবধি পদন্যাসাবধি প্রেক্ষণং
সর্ব্বং সাবধিঃ নাবধিঃ কুলভুবাং প্রেম্নঃ পরং কেবলম।

গতি কভু হয় যদি, সেহ রতিগৃহাবধি,
সখীর কানেতে কথা অন্য কানে যায় না।
হাস্য অমৃতের নিধি, অধরপল্লবাবধি,
গুরুমান মৌনাবধি ততোধিক হয় না॥
অন্তরের ভাব যত, পতি অভিলাষ যত,
চরণ অবধি দৃষ্টি অন্য দিকে ধায় না।
কেবল প্রেমের সীমা কেহ টের পায় না॥

উক্তং প্রীতিকরং বচঃ স্তনতটাভোগো ময়া দর্শিতঃ
দোর্মূলাঞ্চলচালনা বিরচিতা মুক্তাঃ কটাক্ষচ্ছটাঃ।
এতেনাপি নচেদপাকৃতমনাস্তৎ কিং ন বিজ্ঞো ভবান্
কিংবা কামকলাসু নাস্মি কুশলী বা মন্মথঃ।

প্রেমেতে মাখান হাস, কহিয়াছি মৃদু ভাষ,
অকপটে কুচতট দেখায়েছি কত হে।
ভেবে দেখ বাহুমূলে, কত দেখায়েছি তুলে,
কটাক্ষবীক্ষণ করিয়াছি কত শত হে॥
ওহে যদি তব চিতে, বিকার নহিল ইথে,
তবে বুঝি এ বিষয়ে বিজ্ঞ নহ তত হে।
কিংবা ইহা অনুমানি, আমি পাছে জানি জানি,
অথবা জীবিত বুঝি নহে মনমথ হে॥

মনোবাঞ্ছা দত্তঃ প্রিয়তমমনোহমূল্যবস্তুনা
স্মরঃ সাক্ষী লভ্যং প্রতিদিনমিদং নূতনবয়ঃ।
ন লব্ধং তদ্বিত্তং নিজমপি গতং যাতু যদভূ-
দয়ং সাক্ষী কস্মান্নিরবধি জনো মাং ব্যথয়তি॥

মনবাঞ্ছা রেখেছিনু করিয়া যতন।
পাব বলে প্রিয় মন অমূল্য রতন॥
এ বিষয়ে সাক্ষী ছিল আপনি মদন।
বলেছিনু বৃদ্ধি দিব এ নব যৌবন॥
সে ধন না পাইলাম গেল নিজ ধন।
যা হবার তাই হৈল কি করি এখন॥
কিন্তু এই চমৎকার সাক্ষী এই জন।
কেন মোরে অকারণ করে নিষ্পাড়ন॥

দীপ এষ কুচশৈলসন্নিধৌ
বাসসা মৃগদৃশা সমাবৃতঃ।

পাণিদানবিমুখং প্রজাপতিং
কম্পিতেন শিরসা বিনিন্দতি ॥

কুচগিরিপাশে বাসে ঢাকিয়া।
ধরিয়াছে ধনি বুকে রাখিয়া ॥
এ সময় যদি কর থাকিতো।
দীপজন্ম মম সফল হতো ॥
অতএব ধিক্ বলে বিধিরে।
নিন্দয়ে প্রদাপ কাঁপায়ে শিরে ॥

অবিদিতসুখদুঃখং নির্গুণং নির্ব্বিকারং
জড়মতিরিতি কশ্চিন্মোক্ষমেবাচচক্ষে।
মম তু মতমনঙ্গস্মেরতারুণ্যপূর্ণ-
মদকলনদিরাক্ষীনীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ।

সুখ দুঃখ নাহি যায়, মুক্তিপদ বলে তায়,
জড়গণে যত জনে করিয়াছে ছলনা।
ভালো আমি বলি তাই, যাতে সুখ দুঃখ নাই,
সে বস্তু লইয়া ফল কি ফলিবে বলনা ॥
যদি মোক্ষবাঞ্ছা আছে, শুন তবে মোর কাছে,
মুক্তিরূপা ষোড়শী রূপসী যত রমণী।
তাসভার কটিদেশে মাতিয়া মদনরসে,
বসনমোক্ষণমাত্রে মোক্ষপদ অমনি ॥

দ্বিজরাজমুখী মৃগরাজকটি-
গজরাজবিরাজিতমন্দগতিঃ।

যদি চুম্বতি বক্ত্রমুপেত্য মুদং
ক্ক চ নাকপুরী ক্ক চ মোক্ষপদম্ ॥

গজপতিগতি, মাঝে মৃগপতি,
মুখে শশিভাতি, মৃগনয়নী।
ষোড়শবয়সী, পরম রূপসী,
কনকের রাশি, সমবরণী ॥
যদি ওই বালা, যেন শশিকলা,
যদি ধরে গলা, চুম্বন করে।
তার কাছে আর, সুরপুরী ছার,
মোক্ষপদে কার বাসনা ধরে ॥

দত্তং ময়া পদমিদং নবযৌবনায়
ত্বং সত্বরং ক্কচন শৈশব সাধয়েতি।
কামস্য হস্তলিখিতাক্ষরমালিকেব
রোমাবলী বিজয়তে জলজেক্ষণায়াঃ ॥

এ স্থান যৌবনে করিনু দান।
তুমি হে শৈশব কর প্রয়াণ ॥
আজু দিনাবধি এ স্থলে আর।
কোন অধিকার নাহি তোমার ॥
এই দানলিপি মদন রাজা।
দিয়া বসায়েছে যৌবন প্রজা ॥
তাই কি যুবতী হৃদয়মাঝে।
রোমছলে লেখা অক্ষর সাজে ॥

পয়োধরস্তাবদয়ং সমুন্নতো
রসস্য বৃষ্টিঃ সবিধে ভবিষ্যতি।
অতঃ সমুদ্গচ্ছতি নাভিরন্ধ্রতো
বিসারিরোমালিপিপীলিকাবলিঃ॥

হৃদয়ে উদয় অতি নব পয়োধর।
বোধ হয় রসবৃষ্টি হইবে সত্বর॥
তাই বুঝি নাভিগর্ত্ত ছাড়িয়া এখনি।
চলেছে রোমালীচ্ছলে পিপীলিকাশ্রেণী॥

জানীমো বয়মাসনস্য কমলে তস্যা মুখেন্দোস্ত্বিষা
সংকোচং সমুপাগতে স ভগবান্ ত্রস্তঃ সরোজাসনঃ।
তুঙ্গং ভ্রূলতিকাযুগং বিহিতবান্ বক্রে দৃশৌ সৃষ্টবান্
মধ্যং বিস্মৃতবান্ কচাংশ্চ কুটিলান্ বামভ্রুবঃ সৃষ্টবান্॥

অনুমানি অনুরাগে, বিধি তার আগে ভাগে,
বদনকমলখানি যতনেতে সৃজিল।
সৃজিতে সৃজিতে তায়, বসিতে ঘটিল দায়,
মুখ দেখে আসনকমল মুখ মুদিল॥
ব্যস্ত হয়ে প্রজাপতি, গড়িলেন দ্রুতগতি,
তাই অতি ভুরুপাতি, বাঁকা হয়ে রহিল।
বেঁকিল নয়ন শেষ, কুটিল হইল কেশ,
গঠিতে মাঝারদেশ একেবারে ভুলিল॥

নীবীবন্ধপরিশ্রমাদপি ভুজঃ সংযায়তে বিশ্লথঃ
সম্পর্কাৎ কুসুমস্রজামপি তনুস্তাম্যত্বমাপদ্যতে।

পাদালক্তকগৌরাদপি গতিঃ শৈথিল্যমালম্বতে
মাতঃ কিং করবাণি ভূষণকলামাত্রপ্রিয়ো বল্লভঃ ॥

কটির বসন খসে, তাই যদি পরি কসে,
হেন ব্যথা পাই হাতে নাড়িতে না পারি লো।
কুসুমের হার বলে, যদি সাধে পরি গলে,
অবশ সকল অঙ্গ হয় হেন ভারি লো ॥
আর যদি সহচরি, চরণে আলতা পরি,
এমনি কি হয় ভারি চলিবারে নারি লো।
বলিলে না বুঝে পতি, সদাই ভূষণে মতি,
তবু সাজাইতে চাহে বল না কি করি লো ॥

ভামিন্যো বিদধতু ভাগধেয়ভাজঃ
কেয়ূরংস্রজমবতংসমম্বুজাতৈঃ।
ধিক্ দৈবং মম তু বিভূষণং বিদূরে
শ্বোলম্বাদধরনিবারণং পুনর্থঃ ॥

আহা মরি কিবা ভাগ্য অন্য সবাকার লো।
কতমত পরে ভূষা বাজু বালা হার লো ॥
এমনি কি পোড়া দশা সুধুই আমার লো।
অলিগুলা যে করে অধর রাখা ভার লো ॥

বয়ং বাল্যে বালাংস্তরুণিমনি যূনঃ পরিণতা-
নপীচ্ছামো বৃদ্ধাৎ তদিহ কুলরক্ষা সমুচিতা।
ত্বয়া লব্ধং জন্ম ক্ষপয়িতুমনেনৈকপতিনা
ন নো গোত্রে পুত্রি ক্বচিদপি সতীলাঞ্ছনমভূৎ ॥

বাল্যে লয়ে শিশুগণে, যৌবনে যুবকসনে,
বৃদ্ধা হইয়াছি তবু বুড়া লয়ে থাকি লো।
বাছাবাছি নাহি করি, যারে পাই কাজ সারি,
এই রূপে নানা শ্রমে কুলধর্ম্ম রাখি লো॥
তোর বাছা একি রীত, সব দিকে বিপরীত,
আজন্মটা পতি লয়ে বয়ে যাবি দেখি লো।
উটি মেনে নাহি হবে, সতী খোঁটা কুলে রবে,
সতী হয়ে মোর মুখ হাসাইবি নাকি লো॥

চেৎ পৌরাদপি শঙ্কসে হিমরুচেরপ্যর্চিষো লজ্জসে
ভোগীন্দ্রাদপি চেদ্বিভেষি তিমিরস্তোমাদ্‌যদি ত্রস্যসি।
চেৎ কুঞ্জাদপি দূয়সে জলধরধ্বানাদ্‌যদি ক্লাম্যসি
প্রায়ঃ পুত্রি হতাস্মি হন্ত ভবিতা ত্বত্তঃ কলঙ্কঃ কুলে॥

লোক দেখে লাজভয়, জ্যোস্নারেতে যেতে ভয়,
ভুজঙ্গ দেখিয়া অঙ্গ ডরে যদি মরিবি।
দেখিয়া আন্ধার রাতি, ভয়ে না করিবি গতি,
তবেতো কিরূপে তুই কুলধর্ম্ম ধরিবি॥
কুঞ্জে যেতে নিশিযোগে, যদি লো ধরিবে রোগে,
মেঘটি ডাকিলে যদি ভয়ে যেতে নারিবি।
আমিতো গেলেম তবে, আর কি হইবে কবে,
নির্ম্মল আমার কুলে কলঙ্ক কি করিবি॥

বক্ষোজদ্বয়শীলনেঽপি নখরাতঙ্কং ন শঙ্কেত কঃ
স্যাদ্বিম্বাধরচুম্বনেঽপি দশনচ্ছেদেন খেদোদয়ঃ।

আশ্লেষে তু বপুর্লতা তব পুনর্ভিদ্যেত রোমাঙ্কুরা-
দিত্থং পদ্মবিলোচনে বিরবতি ত্রাসো ন দাসস্য মে ॥

প্রিয়ে তব স্তন, করিতে মর্দ্দন,
পাছে কি লাগিবে নখের ভাগ।
কি জানি বা তব, অধর পল্লব,
চুম্বনে লাগিবে দশনদাগ ॥
আর ভয়ে মরি, ও তনুবল্লরী,
আলিঙ্গনে পাছে ভাঙ্গিয়া যায়।
এই ভেবে ভেবে, কিবা নিশি দিবে,
দাসের ত্রাসের নাহি উপায় ॥

ইন্দুর্যত্র ন বিদ্যতে ন মধুরং দূতীবচঃ শ্রূয়তে
নোচ্ছাসা হৃদয়ং দহন্ত্যশিশিরা নোপৈতি কার্শ্যং বপুঃ।
স্বাধীনামনুকূলিকাং স্বগৃহিণীমাশ্লিষ্য যৎ সুপ্যতে
তৎ কিং প্রেম গৃহাশ্রমব্রতমিদং কষ্টাত্মনা ধার্য্যতে ॥

রতির পরম বঁধু, যথায় নাহিক বিধু,
নাহিক যথায় সদা দূতীজনাযোটনা।
যথায় বিরহশ্বাস, অন্তরে না করে বাস,
সতত স্বজনত্রাস আদি নানা যাতনা ॥
নতুবা স্বকীয়া লয়ে, গৃহী যেন গৃহে শুয়ে,
ব্রত রাখা মত যথা রতিরস ঘটনা।
তারে কি পিরীত বলে, কি রস তাহাতে ফলে,
প্রেম যারে বলে সেতো লয়ে পরললনা ॥

গণিকা মণিকাঞ্চনার্পণৈর্যদি তুষ্যেৎ কিমতঃ পরং সুখম।
সুরতেষু যদীয়চাতুরীলবমূল্যং সকলং মহীতলম্॥

যদি সুধু মণিকাঞ্চনদানে।
গণিকারা বন্ধু করিয়া মানে॥
তবেতো এহতে সুখের ভার।
বল না জগতে কি আছে আর॥
গণিকারমণে যে সুখোদয়।
তার ধার শোধ কি দিয়ে হয়॥

নারব্ধং কুচপরিরম্ভণেষু বাম্যং
বৈমুখ্যং কিমপি ন চুম্বনে কদাচিৎ।
কিং নীবীগতমবলে রুণৎসি পাণিং
বিক্রীতে করিণি কিমঙ্কুশে বিবাদঃ॥

শুনলো যুবতি, নহিলে বিমতি,
কুচঘটতট কচল বেলা।
মুখমধুদান, করিলে লো প্রাণ,
না হইয়া বাম করিলে হেলা॥
এবে কেন দেখি, ওলো বিধুমুখি,
আসল কাজে যে দিতেছ বাধা।
করিবর বেচে, কেবা কোথা পিছে,
অঙ্কুশ লইয়া করে বিবাদ॥

ঈষৎকম্পপয়োধরং গুরুকটিপ্রৌঢ়প্রহারাদ্ভুতং
স্বিদ্যদ্ভালমনেকহাস্যসরসং সংরম্ভমন্দব্যয়ম্।

বারংবারমুরঃপ্রহারসুভগং সন্দশ্যমানাধরং
কিঞ্চিদ্বৃত্তনিতম্বদর্শনবরং ধন্যো রত সেবতে ।।

ঘন ঘন গুরু গুরু, হেলয়ে জঘন উরু,
ঈষৎ কাঁপয়ে পয়োধর রে ।
অবিরত ভাল তলে, শোভিছে শ্রম জলে,
পুলকপূরিত কলেবর রে ॥
বদনে বদন চাপে, আবেশে অধর কাঁপে,
মদনপ্রহারে থর থর রে ।
বুকে বুক মুখে মুখ, উথলি উঠিছে সুখ,
সুরত সেবয়ে নটবর রে ॥

সম্পূর্ণ ।